দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

ব্যাগ উপহার হজযাত্রীদের

পরিকল্পনা বা ইচ্ছে আগেই ছিল। কিন্তু এতদিন তা বাস্তবায়িত হয়নি। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সেই স্বপ্ন এবার বাস্তব রূপ পেল। হজে যাবার আগে হাজি সাহেবদের হাতে তুলে দেওয়া হল আইমার লোগো খচিত বিশেষ ব্যাগ। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটা সংগঠন, যেটা গড়ে উঠেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। আর তাকে ন্যায়নিষ্ঠ নীতির মধ্যে দিয়ে শানিত করে চলেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:8 Issue:27 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৫ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি ২৬ মে ২০২৩ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

এক নজরে

মানুষের থেকে ভেড়ার সংখ্যা বেশি

মানুষের থেকে ভেড়ার সংখ্যা বেশি! না ভুল পড়েননি। নিউজিল্যান্ড এমন এক দেশ যেখানে মানুষের থেকে ভেড়ার সংখ্যা বেশি। সোমবার (২২ মে) নিউজিল্যান্ডের কৃষি উৎপাদন বিভাগের পক্ষ থেকে দেশের ভেড়ার সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের মোট ভেড়ার সংখ্যা ২ কোটি ৫৩ লক্ষ। নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যার ৫ গুণের কিছু কম (৪.৯৪ গুণ)। আর এই 'কিছু কম' নিয়েই শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে চর্চা। কারণ, নিউজিল্যান্ডে প্রথম ভেড়ার সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল ১৮৫০ সালে। সেই সময় থেকে এই প্রথম সেই দেশের ভেড়ার সংখ্যা জনসংখ্যার ৫ গুণের নীচে নেমে গিয়েছে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

বিনা অপরাধে ২০ বছর জেলে

শেষপর্যন্ত বিচার পেলেন বটে আবদুল্লাহ আয়ুব কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল। বিনা অপরাধে জীবনের ২০টি বছর জেলের গরাদের পিছনেই কাটাতে হল উত্তরপ্রদেশের বস্তির বাসিন্দাকে। আর আয়ুবের ওই জেল যাত্রার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল খোদ উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ২০ বছর অন্ধকার গারদে কাটানোর পরে অবশ্য 'সবার উপরে' সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেননি, 'ফিরিয়ে দিন ধর্মাবতার, আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া ২০টি বছর।' কী ঘটেছিল আয়ুবের জীবনে? বাস্তির বাসিন্দা আয়ুবের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে ছিলেন পুলিস কনস্টেবল মহম্মদ খুরশিদ। ভাড়াটে হিসেবে থাকলেও এক পয়সা ভাড়া দেননি। দিনের পর দিন ভাড়া না পাওয়ায় খুরশিদকে বাড়ি থেকে উৎখাত করেছিলেন আয়ুব। ওই অপমান হজম হয়নি খাকি উর্দিধারীদের।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

চাঁদে পাড়ি দেবে ভারত

আবারও চাঁদের পাড়ি দিয়ে চলেছে ভারত। চন্দ্রযান ৩-এর উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এমনকী উৎক্ষেপণের তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এবার সবদিক আঁটোসাঁটো করে ইসরো কোমর বেঁধেছে চন্দ্র মিশনকে সাফল্যের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। ভারতের চন্দ্রযান থ্রি মিশনে সবচেয়ে ভারী ভেহিকেল লঞ্চ করতে চলেছে। একে ভেহিকেল মার্ক-থ্রি বা জিএসএলভি এমকে থ্রি-ও বলা হচ্ছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ভারতের চন্দ্র মিশনে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণের প্রস্তুতির চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে এই চন্দ্রযান থ্রি মহাকাশযানটি ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টারে পেলোডের চূড়ান্ত সমাবেশ করা হয়েছে। চন্দ্রযান-৩ মিশনটি চন্দ্রের রেগোলিথের তাপ, ভৌত বৈশিষ্ট্য, চন্দ্র ভূকম্পন, চন্দ্র পৃষ্ঠের প্লাজমা পরিবেশ এবং চাঁদে অবতরণ স্থানের আশেপাশে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বিজেপি-তৃণমূলের 'ডিভাইড পলিসি' প্রত্যাখ্যানের ডাক আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপি ও তৃণমূলকে একই বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ শানালেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। ২২ মে সোমবার বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব বাবলু জানার নেতৃত্ব নন্দকুমার-১ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত আইমার আঞ্চলিক সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সমাবেশের মঞ্চ থেকে দুর্নীতিমুক্ত সুসংগঠিত গ্রামবাংলা গড়ার ডাক দেন সৈয়দ রুহুল আমিন। পাশাপাশি ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির যে নোংরা খেলায় মেতেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, তার তীব্র নিন্দা করেন আইমা সুপ্রিমো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনীতির পারদ চড়ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম তাস খেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি। এমনটাই অভিযোগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের। অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের চোরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বার বার অভিযোগ করেছেন আইমা সুপ্রিমো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে তিনি বিজেপির বি-টিম বলে অতীতেও একাধিকবার অভিযোগ করেছেন। এবার নন্দকুমারের সমাবেশ থেকে আরও একবার বিজেপি সহ তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন আইমার কর্ণধার। এই বাংলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান। এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চলবে না বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই এখানে ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করতে আসলে মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবেন বলে মন্তব্য করলেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি বলেন, "আমাদের বাংলায় আজ আগুন জ্বলছে। আগুনের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তৃণমূল বলুন বা বিজেপি; এরা একজোট হয়ে এই আগুন জ্বালিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে মানুষ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।" তাদের এই কু-চক্রকে বানচাল করার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো। তাঁর মতে, এই আগুন থেকে বাঁচতে গেলে ওদের মতোই একজোট হয়ে পরিখা কাটতে হবে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে। তাহলেই ওদের সব পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

> আমাদের বাংলায় আজ আগুন জ্বলছে। আগুনের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তৃণমূল বলুন বা বিজেপি, এরা একজোট হয়ে এই আগুন জ্বালিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে মানুষ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।
> —পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন
> সাধারণ সম্পাদক, আইমা

রাজনীতি আসলে একটা খেলা। এই খেলার ঘুঁটি হচ্ছে জনগণ। রাজনীতির ফেরিওয়ালারা তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো চালনা করে।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপির সংকট বাড়ছে ত্রিপুরায়!

তিন মাসেই বিদ্রোহের আঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে প্লান করে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। মাত্র দু-আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে নিরাপদ নয়, তা ভালোই জানেন মানিক সাহার সরকার। আর তার আঁচ তিনি পেতে চলেছেন শপথ নেওয়ার তিনমাস কাটতে না কাটতেই।

বিজেপির নতুন সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে। কর্নাটকে বিজেপির ভরাডুবি হতেই ত্রিপুরায় কাঁপতে শুরু করেছে সরকার। বিজেপিতে বেসুরোর সংখ্যা বাড়ছে। এমনকী বিদ্রোহী হয়ে উঠছেন প্রাক্চতন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও।

আরএসএস মনোভাবাপন্ন বিপ্লব দেবের বেসুরো মনোভাবে ক্ষুণ্ণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই তাঁকে দিল্লি থেকে ফেরার পর পাল্টা তলব করা হয়েছে। মঙ্গলবার তিনি দিল্লি গিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডাকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে দলের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর কথায়, দলের বহিরাগত হস্তক্ষেপ হচ্ছে। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করবেন বলে জানান। যে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরও একটা মুখ খোলেননি, তিনি কেন বেসুরো বাজছেন, তা নিয়ে চিন্তায় বিজেপি।

এর পর দুয়ের পাতায়

দহনজ্বালা। তীব্র গরমে নাজেহাল নিউদিল্লি। খাঁ খাঁ রোদ থেকে আড়ালেন চেষ্টা।

ভারত জোড়ো যাত্রায় পর জনপ্রিয়তা বেড়েছে রাহুলের, 'টেক্কা' মোদীকেও?

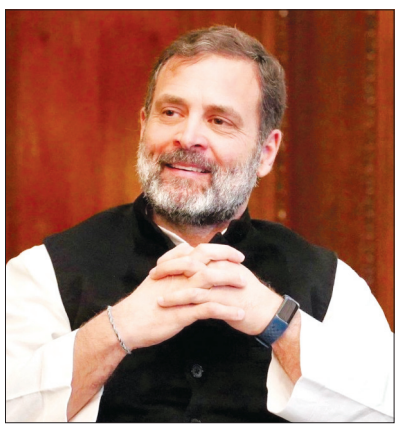

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা ভারতের রাজনীতিতে একটা মাইলস্টোন স্থাপন করেছেন। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত টানা পাঁচ মাসের ভারত পরিক্রমা করে রাতারাতি রাহুল গান্ধী জনপ্রিয়তাকে অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছেন বলে মনে করেন অনেকে।

সম্প্রতি জনপ্রিয়তার নিরিখে কোন নেতা কোথায় দাঁড়িয়ে তার একটা আভাস দিয়েছে এনডিটিভি এক জনমত সমীক্ষা। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সমীক্ষায় আভাস মিলেছে, রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এগিয়েই রয়েছেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির নিরিখে রাহুল গান্ধী এগিয়ে। এনডিটিভি ও লোকনীতি-সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজের সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় সামান্য হলেও কমেছে। সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় বেড়েছে। যদিও নরেন্দ্র মোদীই জনপ্রিয়তার নিরিখে শীর্ষে অবস্থান করছেন। এনডিটিভির সমীক্ষা অনুযায়ী ৪৩ শতাংশের সমর্থন তাঁর দিকে। আর এই সমীক্ষা অনুযায়ী তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাহুল গান্ধীকে বেছে নিয়েছে ২৭ শতাংশ মানুষ। মোদীর জনপ্রিয়তা আগে ছিল ২০১৯ ছিল ৪৪ শতাংশ। তা ২০২৩-এ কমে হয়েছে ৪৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা ২০১৯-এ ছিল ২৪ শতাংশ।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিরোধী ঐক্যের পালে হাওয়া এনেছে কর্নাটক!

দৌত্যের ভূমিকায় নীতীশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নাটকে কংগ্রেস বড়ো জয় পেয়েছে। তারপর থেকেই বিরোধী পালে বইছে শুরু করেছে সুমন্দ বাতাস। ২০২৪-এর ভোটের আগে বিরোধী ঐক্যে শক্তিশালী করতে শুরু হয়েছে তোড়জোড়। আবার বিরোধী ঐক্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

২৪ ঘণ্টা আগেই তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আর তারপরই তিনি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে চাইছেন। তিনি শীঘ্রই দেখা করবেন কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে। আর এই বৈঠকের উদ্দেশ্য যে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও নীতীশ কুমার বৈঠকের পর একজন কংগ্রেস সভাপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী আর অন্যজন তৃণমূল সভানেত্রীর দুয়ারে। তাই নেপথ্যে যে বিরোধী জোট গঠন, তা সুস্পষ্ট। বিরোধী জোটকে একজোট করতেই বিরোধী নেতানেত্রীরা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ জারি রেখেছেন।

ইতিমধ্যে বিজেপি বিরোধী চার নেতার সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর সাক্ষাৎ হয়েছে। আর অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমলা নিয়োগ ও বদলি নিয়ে দিল্লি প্রশাসনের হাত থেকে বিশেষ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নয়া অর্ডিনান্স জারির পর বিরোধীদের ফের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। কংগ্রেস সম্প্রতি তুলে ধরেছে। যাঁদের জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিতে অসুবিধা নেই বা ইউপিএ-র সমস্ত দলকে একত্রিত করে জোট-বার্তা দিয়েছেন। কংগ্রেস বিরোধী জোটের রাশ ধরে রাখতেই তৎপর বলেও জানিয়ে দিয়েছে এই ছবিতে।

কর্নাটক সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিরোধী ঐক্যের একটি ছবি

কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ব্রাত্য ছিল আম আদমি পার্টি, ভারীচ রাষ্ট্র সমিতি, বিজেডি ও ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মতো দলগুলি। তবে আমন্ত্রিত ছিলেন নীতীশ কুমার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুত্ব দিলেও কেজরিওয়াল বা কেসিআরকে তেমন আমল দিতে রাজি নয়। এই অবস্থায় কেজরিওয়াল ও কংগ্রেসের মধ্যে নীতিশ কুমরা দৌত্য স্থাপন করতে চাইছেন। চাইছেন বিরোধী জোটকে আরো সার্বিক রূপ দিতে। মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে নীতীশ কুমারের দেখা করতে চাওয়ার পিছনে তাই বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নীতীশ কুমার এনডিএ ছাড়ার পর থেকেই বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তুলতে আগ্রহী।

নীতীশ বিজেপির সঙ্গে ছেড়ে বিহারের মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই সবথেকে বেশি বিরোধী ঐক্যের সমর্থনে বৈঠক করেছেন। তারপর কর্নাটক নির্বাচনের পরই তাঁর পাটনায় একটি বিরোধী ঐক্যের সমাবেশ করার কথা। সেই লক্ষ্যেই তিনি তৎপর কি না, তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

মেধাতালিকায় শীর্ষে মুসলিমরা

শুভেচ্ছা ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক পাসের হারে আবার সবাইকে টেক্কা দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। সে জেলায় বার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৯৫.৭৫ শতাংশে। মাধ্যমিকের ফলাফলের ক্ষেত্রেও রাজ্যের সাগরপারের এই জেলা এগিয়ে ছিল অন্য সব জেলার থেকে। এদিকে মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক, সিবিএসই থেকে আইসিএসই, সব ক্ষেত্রে যেভাবে মেধাতালিকায় স্থান করে নিচ্ছেন সংখ্যালঘু মুসলিম ছেলেমেয়েরা তাতে আপ্লুত এই সমাজ।

প্রসঙ্গত, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২১ জন মুসলিম শিক্ষার্থী মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে কিছুদিন আগেই। সেখানেও অভাবনীয় ফল করেছেন মুসলিম ছেলেমেয়েরা। প্রথম হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার অন্তর্গত ভাবতা গ্রামের আসিফ ইকবাল। এঁদের এই সাফল্যকে অভিবাদন জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করা উত্তরবঙ্গের আবু সামাকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভাইজান। তিনি বলেছেন, 'হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও যেভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাপ ফেলে চলেছে তার জন্য তাদের অভিনন্দন জানাই। একশ্রেণির মিডিয়া এবং উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক দল যেভাবে মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দেখানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে, তাদের কাছে মুসলিম ছেলেমেয়েদের এই সাফল্য সপাটে থাপ্পড়। মুসলিমরাও যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে, সে খবর খুব একটা দেখায় না এইসব

আবু সামা
(দ্বিতীয়, প্রাপ্ত নম্বর-৪৯৫)

মিডিয়াগুলো।' আইমা সুপ্রিমোর এই মন্তব্যের পিছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। আলিম পরীক্ষায় মুসলিম পরীক্ষার্থীদের সাফল্যকে নেতিবাচকভাবে দেখিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একজন পোস্ট করেন, 'এত ভালো ফল করার পরেও এরা জঙ্গি হবে না তো?' তাঁর ওই পোস্টের নীচে কিছু নিম্নরুচির হিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষমূলক কমেন্ট করেন। তাঁরা মুসলিম ছেলেমেয়েদের এই ফলাফলকে কটাক্ষ করে একাধিক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন সেখানে, যার মোদ্দা কথা হল, হাজার পড়াশোনা করলেও এরা জঙ্গিই হবে। অথচ প্রথমশ্রেণির দৈনিকগুলোর কাছে এই খবর পৌঁছালেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ আইমা সুপ্রিমোর। যাইহোক এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায় মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছেন ৮৭ জন পরীক্ষার্থী। রাজ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের আবু সামা এবং বাঁকুড়ার সুষমা খাঁ। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। অর্থাৎ ৯৯ শতাংশ। অন্যদিকে উর্দু ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মহম্মদ আসান। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৬। তাঁদের এই সাফল্যকে উল্লসিত তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো।

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

দেশভাগের ৭৫ বছর বাদে মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলন শিখ দিদির

ইসলামাবাদ: দেশভাগ তাঁদের দু'জনকে ছিটকে দিয়েছিল। বিচ্ছেদ ঘটেছিল দুজনে। তার পরে সিন্ধু নদী থেকে বয়ে গিয়েছে বহু জল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর বাদে ভাইয়ের দেখা পেলেন দিদি। কর্তারপুর করিডোরে ভাই-বোনের পুনর্মিলনের সাক্ষী থাকলেন অনেকেই। ছোটো ভাইকে ফের ফিরে পেয়ে চোখের জল চেপে রাখ তে পারেননি দিদি। হুইল চেয়ারে অশক্ত চেহারার দিদিকে দেখে চোখে র জল সামলাতে পারেননি ভাইও। বাবা-মায়ের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দুজনেই।

দেশভাগের সময়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সর্দার ভজন সিং। আর দেশত্যাগের সময়েই দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল ভজন সিংয়ের দু-ই সন্তান মহেন্দ্র কাউর ও শেখ আবদুল আজিজের। বাবা-মায়ের হাত ধরে পাকিস্তান থেকে ভারতের পঞ্জাবের জলন্ধরে নয়া ঠিকানা গড়েছিলেন মহেন্দ্র কাউর। আর ছোটো ভাই শেখ আবদুল আজিজের ঠাঁই হয়েছিল আজাদ কাশ্মীরে। হারিয়ে যাওয়া পরিবারকে খুঁজে পেতে বহু চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যদিও তাতে লাভ হয়নি। তবে হাল ছাড়েননি ৭৮ বছর বয়সী আজিজ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সূত্র ধরেই ফের হারানো ভাইয়ের খোঁজ পান ৮১ বছর বয়সী মহেন্দ্র কাউর। আর ছোট ভাইকে একবার চোখের দেখা দেখতে পরিবারের সদস্য সহ হাজির হয়েছিলেন কর্তারপুরের গুরুদ্বার দরবার সাহিবে। দীর্ঘ ৭৫ বছর বাদে ভাইকে সামনে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন মহেন্দ্র কাউর। ছোট ভাইকে ধরে আনন্দ করতে থাকেন। দুই ভাইবোনের পুনর্মিলনকে স্মরণীয় করে রাখতে কর্তারপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মহেন্দ্র ও আজিজের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মিষ্টিও তুলে দেওয়া হয়। দুই ভাইবোনই বেশ কয়েক ঘন্টা কাটান গুরুদ্বার দরবার সাহিবে। একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া-দাওয়াও সারেন।

কৃত্রিম অঙ্গ নিয়েই মাউন্ট এভারেস্ট জয় হরির

দুই পা হারিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে

কাঠমান্ডু: দুটো পা নেই। পরিবর্তে আছে কৃত্রিম পা। কিন্তু মনের জোর তো আছে। সেই অদম্য মনোবল নিয়েই মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষবিন্দুতে পা রাখলেন গোর্খা সৈন্য হরি বুধামাগর। ক্যান্টারবেরির কেন্ট অঞ্চলের বাসিন্দা হরি ব্রিটিশ গোর্খা বাহিনীর প্রাক্তন সেনা। ২০১০ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধে হারিয়েছেন তাঁর দু'টি পা। তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হল শুক্রবার দুপুরে। সেদিন দুপুর ৩ টের সময় বিশ্বের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেন তিনি। তার আগে ১৭ এপ্রিল এভারেস্ট অভিযান শুরু করেছিলেন তিনি। আফগানিস্তানে আইইডি বিস্ফোরণে দু'টি পা হারানোর ঠিক ১৩ বছর পরে স্বপ্নপূরণের পথে পা রাখেন তিনি।

প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এভারেস্ট বেসক্যাম্পে ১৮ দিন অপেক্ষা করতে হয় হরি এবং তাঁর সঙ্গীদের। তার পরও বন্ধুর আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। তাঁদের সামনে দিয়েই নামিয়ে আনা হয় দু'টি নিথর দেহ। তার পরও নিরাশ হননি হরি। বরং নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।১৯ বছর বয়স পর্যন্ত হরি কাটিয়েছেন নেপালের এক পাহাড়ি গ্রামে। সেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে বলা হত গত জন্মের পাপের ফল। শৈশবে খালি পায়ে স্কুলে যাওয়ার পথেই মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখতেন হরি। শৈশবের স্বপ্ন নতুন করে ফিরে এল ২০১৮ সালে। তত দিনে তিনি আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়েছেন পা। একইসঙ্গে শারীরিক ও মানসিক আঘাতের পর তাঁকে গ্রাস করেছিল চূড়ান্ত অবসাদ। সুরার নেশার শিকার হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

বলা যায়, মাউন্ট এভারেস্টের প্রতি আকর্ষণই তাঁকে অবসাদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু এভারেস্টের পথে প্রাকৃতিক বাধা ছাড়াও ছিল আইনি জটিলতা। ২০১৭ সালে চালু হওয়া ওই আইনে বলা হয়, দৃষ্টিশক্তিহীন এবং দু'টি পা নেই এমন কেউ বা একা কোনও অভিযাত্রী পর্বতারোহণ করতে পারবেন না। সেই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা আবেদন জানান হরি ও অন্যান্যরা। ২০১৮ সালে আইনটি বাতিল বলে ঘোষিত হয়। এর পর নতুন উদ্যমে অভিযানে শামিল হন হরি। অবশেষে বিশ্বের উচ্চতম বিন্দুজয় এই অভিযাত্রীর। এ বার তিনি নিজের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান। আর এক বার ফিরতে চান আফগানিস্তানের সেই অতীতের রণভূমিতে। গিয়ে ধন্যবাদ জানাতে চান। কারণ তাঁর বিশ্বাস পা দু'টো না হারালে তিনি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে পারতেন না। তাই বিশ্বাস করেন, 'যা হয়েছে, ভালোর জন্যই হয়েছে।'

শুষ্ক আটাকামা মরুভূমিতে ৫০০০-এর বেশি বছর ধরে অপেক্ষায় নিথর দেহ

মিশর: মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম আকর্ষণ পিরামিডের ভিতের প্রাচীন মমি। একইসঙ্গে ইতিহাস ও রহস্যের আকর এই মমি। কিন্তু বহু যুগ ধরে গবেষণার পর ঐতিহাসিকদের মত, মিশরীয়দেরও আগে মমি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল অন্য সভ্যতা। সেই সভ্যতা ছড়িয়ে ছিল চিলি এবং পেরুর উপকূলীয় অংশজুড়ে। বিশ্বের শুষ্কতম জলবায়ুর মধ্যে তীব্রতার দিক দিয়ে প্রথম সারিতে থাকা চিলির আটাকামা মরুভূমিতে পাওয়া গিয়েছে সেরকমই মমি। কয়েক হাজার বছর ধরে তার চামড়া, চুল, পোশাক রয়েছে কার্যত অটুট। কল্যাণে চিলির আটাকামা মরুভূমির শুষ্ক জলবায়ু। ইতিহাসবিদদের মত, মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠার অন্তত ১০০০ বছর আগে চিলি ও পেরুর এই অংশে চিঙ্কোরো মানুষ তৈরি করতেন মমি। ইতিহাসবিদদের গবেষণা বলছে, চিলে ও পেরুর উপকূলে চিঙ্কোরো গোষ্ঠী ছিলেন মৎস্যজীবী। তাদের বসতিও ছিল মৎস্যজীবীপ্রধান। মিশরীয়দের অন্তত হাজার বছর আগে ৫০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই তাদের হাতে মমি

হত মৃতদেহ। শুষ্ক জলবায়ুর কারণে মমিগুলি তাদের চেহারা ধরে রাখে অনেক দিন।

কোনো ঐতিহাসিকদের মত, এই মমি প্রায় ৭ হাজার বছরেরও প্রাচীন। তবে শুধু আবহাওয়ার কারণেই মমির গায়ে চামড়া লেগে থাকত, তা নয়। গবেষণা বলছে, মৃতদেহের চামড়া ও ত্বক ছাড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালের উপর সিন্ধুঘোটকের চামড়া, মাটি, অ্যালপাকা উল-সহ নানা জিনিসের প্রলেপ দিত। পরচুলা তৈরি করে পরিয়ে দেওয়া হত মমির মাথায়। তবে চিলির আটাকামা মরুভূমির জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। তার জের পড়েছে মমির উপরে। জলবায়ুতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ক্ষতি করছে প্রাচীন মমির। একদিকে যেমন সেগুলি ক্ষয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে অল্পতেই সেগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু মমি তৈরিতে এত কুশলী হয়েও চিঙ্কোরো সম্প্রদায় সেভাবে ইতিহাসে গুরুত্ব পায়নি কেন? উপকূলীয় অঞ্চলের এই বাসিন্দাদের তৈরি কোনো স্থাপত্য বা বাসনপত্রের হদিশ ইতিহাসবিদরা এখনও পাননি। তবে তারা যে মমি নির্মাণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে একমত ঐতিহাসিকরা। পূর্ণবয়স্ক তো বটেই, কার্যত যাযাবর শ্রেণির এই মানুষদের হাতে মমিকৃত হত মৃত ভ্রূণ বা মৃত সদ্যোজাতরাও। মূলত যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে থিতু হতে পারেননি বলেই শিকার ও মাছশিকারই ছিল চিঙ্কোরোদের মূল জীবিকা।

পাশাপাশি, নির্দিষ্ট কোনোস্থানে থিতু হতে পারেননি বলেই তাদের সভ্যতা ইতিহাসের নিরিখে পাল্লা দিতে পারেনি। দু' দশকের চেষ্টার পর তাদের তৈরি মমি ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট হিসেবে গৃহীত হয়েছে সম্প্রতি। এর ফলে ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই ঐতিহাসিক-গবেষকদের মত।

এই সেই দেশ, যেখানে ভেড়ার সংখ্যা বেশি মানুষের থেকে

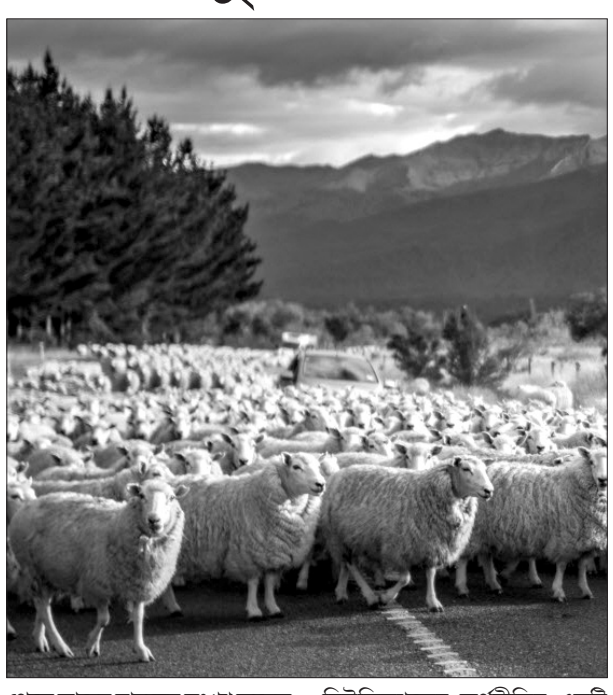

ওয়েলিংটন: মানুষের থেকে ভেড়ার সংখ্যা বেশি! না ভুল পড়েননি। নিউজিল্যান্ড এমন এক দেশ যেখানে মানুষের থেকে ভেড়ার সংখ্যা বেশি। সোমবার (২২ মে) নিউজিল্যান্ডের কৃষি উৎপাদন বিভাগের পক্ষ থেকে দেশের ভেড়ার সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের মোট ভেড়ার সংখ্যা ২ কোটি ৫৩ লক্ষ। নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যার ৫ গুণের কিছু কম (৪.৯৪ গুণ)। আর এই 'কিছু কম' নিয়েই শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে চর্চা। কারণ, নিউজিল্যান্ডে প্রথম ভেড়ার সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল ১৮৫০ সালে। সেই সময় থেকে এই প্রথম সেই দেশের ভেড়ার সংখ্যা জনসংখ্যার ৫ গুণের নীচে নেমে গিয়েছে। ভেড়ার জাতীয় পরিসংখ্যান রিপোর্টে এই সংখ্যা কমার জন্য, চাষের খরচ বৃদ্ধি এবং পশমের দাম কমে যাওয়ার মতো কারণ দেখানো হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় দেশে নিউজিল্যান্ডে ভেড়ার সংখ্যার সম্প্রতি অত্যন্ত কমে গিয়েছে। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের থেকে অস্ট্রেলিয়ায় তিনগুণ বেশি ভেড়া রয়েছে। ভেড়ার সংখ্যার নিরিখে সবার আগে রয়েছে চিন। কিন্তু, তার থেকে তাদের মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। আসলে, চিনের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি, আর সেখানে নিউজিল্যান্ডের জন সংখ্যা মাত্র ৫২ লক্ষ। তাই, তাদের ভেড়ার সংখ্যা এবং জনসংখ্যার অনুপাত চমকে দেওয়ার মতো।

সরকারি রিপোর্ট আরও বলা হয়েছে, ১৮৫০ সাল নাগাদ নিউজিল্যান্ডের অর্থনীতির একটি অন্যতম অংশ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল ভেড়া। দ্রুতই সেই দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রফতানি পণ্যে পরিণত হয়েছিল পশম। আজও ওয়েলিংটন বিশ্বের অন্যতম প্রধান পশম রফতানিকারক। ২০২২ সালে, ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের পশম রফতানি করেছে তারা।

বিবিধ

মহাকাশে প্রথম সৌদির মহিলা

বিশেষ প্রতিনিধি: এই প্রথম মহাকাশে পা রাখতে চলেছেন সৌদি আরবের মহিলা অভিযাত্রী। একটি বেসরকারি অভিযানে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন দুই সৌদি নাগরিক। তাঁদের এক জন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, দ্বিতীয় জন যুদ্ধবিমানের চালক। বেসরকারি মহাকাশ অভিযানটির উদ্যোক্তা 'অ্যাক্সিয়ম স্পেস'। আজ ফ্লরিডার কেপ কানাভেরাল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (আইএসএস)-এর উদ্দেশে রওনা দেবে তাঁদের মহাকাশযান। রায়ানা বারনাউয়ি স্তন ক্যানসার ও স্টেম কোষ বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন আর এক সৌদি অভিযাত্রী আলি আল-কারনি। সব ঠিক থাকলে 'অ্যাক্সিয়ম মিশন ২'-এর অভিযাত্রীরা স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটে চেপে কেপ কানাভেরালের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রবিবার, স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেন। এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন চার জন অভিযাত্রী। আইএসএস-এ তাঁরা ২০টি গবেষণা করবেন। এঁদের মধ্যে এক জনের কাজ

মাধ্যাকর্ষণহীন স্থানে স্টেম কোষের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ। আইএসএস-এ এই মুহূর্তে ৭ জন মহাকাশচারী রয়েছেন। তিন জন রাশিয়ান, তিন জন আমেরিকান। আর এক জন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির, নাম সুলতান আল-নেয়াদি। তিনিই প্রথম আরব, যিনি মহাকাশে হেঁটেছেন (স্পেসওয়াক)। গত মাসে এই নজির গড়েছেন তিনি। 'অ্যাক্সিয়ম মিশন ২'-এর অভিযাত্রী দলে রায়ানা ও আলির সঙ্গে থাকছেন নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী পেগি হুইটসন। আইএসএস-এ এটি তাঁর চতুর্থ সফর। চতুর্থ জন টেনেসির শিল্পপতি জন শফনার। তিনি পাইলট হিসেবে কাজ করবেন। সোমবার ১টা ৩০ মিনিটে তাঁদের আইএসএসে পৌঁছনোর কথা। ১০ দিন তাঁরা আইএসএস-এ কাটাবেন।

রায়ানা সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, ''সৌদি আরবের প্রথম মহিলা মহাকাশচারী হতে চলেছি। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার যে সম্মান ও আনন্দ, তাতে আমি খুবই খুশি।'' রায়ানা জানিয়েছেন, আইএসএস-এ তিনি গবেষণার কিছু কাজ করবেন। সেটা নিয়ে খুবই উত্তেজিত। কিন্তু তার থেকেও বেশি উন্মাদনা কাজ করছে বাচ্চাদের কথা ভেবে। তিনি বলেন, ''ছোটোরা যখন দেখবে, তাদের অঞ্চলের এক জন মহাকাশে গিয়েছে, তারা কী ভীষণ খুশি হবে। ওদের মুখগুলো কল্পনা করে দারুণ লাগছে।'' সৌদি আরবের এটি প্রথম মহাকাশ অভিযান নয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম মহাকাশে যান সুলতান বিন সলমন বিন আবদুল আজিজ। তিনিও ছিলেন বায়ুসেনার পাইলট। আমেরিকার একটি মহাকাশ অভিযানে অংশ নেন তিনি। এই প্রথম কোনও সৌদি মহিলা মহাকাশ পাড়ি দেবেন।

মা-বাবার স্বপ্ন পূরণে চিকিৎসক হতে চায় আফরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই একরাশ হাসি নিয়ে স্মার্টফোন হাতে ছুটে এলেন মেয়ের সাফল্যের সংবাদ জানাতে। সহজেই অনুভব করলাম কতটা আবেগপ্রবণ। ফোনটা আমার হাতে দিয়ে আফরিনার মা কৃতী মেয়ের মার্কশিট-টা দেখালেন। হাওড়া চেঙ্গাইল হাই মাদ্রাসার দশম শ্রেণির (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৭১৫ নম্বর তুলে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আফরিনা খাতুন। শুরুর থেকেই প্রতিটি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে আসা আফরিনার বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর হল— বাংলা-৯৬, ইংরাজি-৮৮, গণিত-৭২, ভৌত বিজ্ঞান-৯৩, জীবন বিজ্ঞান- ৯৪, ইতিহাস -৮৮, ভূগোল-৮৮, ইসলামের ইতিহাস-৯৬, আরবি-৯০, এবং ইলেকটিভ অপশনাল-৮৬।

মা-বাবার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় আফরিনা। ছোটো বোন কারিমা খাতুন, সেও দিদির মতো মেধাবী এবং ঐ প্রতিষ্ঠানেরই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। চেঙ্গাইল হাই মাদ্রাসার শিক্ষক বিকাশ শিকারি জানালেন, ''ক্লাস ফাইভ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে আফরিনা। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেধাবী মেয়েটি সবদিক দিয়েই ভালো এবং পড়াশোনায় মনোযোগী। আফরিনার এই সাফল্য খুবই ভালো লাগছে। প্রত্যাশা ছিল আরো একটু ভালো ফল করার।'' মা হাফিজা

বেগম, একজন গৃহবধূ। মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে খুবই সচেতন। দুই মেয়েকে নিয়ে ঘর সংসার সামলে পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়া। মেয়ের সাফল্যে খুবই খুশি বাড়ির সকলেই। মহান স্রষ্টার প্রতি ধন্যবাদ জানান সকলেই। বাবা শেখ একরামুল হক পাড়ার মধ্যে ছোট্ট একটি মুদিখানা দোকান চালান। তাসত্ত্বেও সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে কার্পণ্য করেননি কোনোদিন। আফরিনা জানাল, এই সাফল্য বাবা-মায়ের অবদান। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভোলেনি। ক্লাসে কোনো বিষয়ে অসুবিধা হলে শিক্ষকদের কাছে বিশেষ ভাবে সহায়তা নিত। এই বিষয়ে শিক্ষকরা খুবই সহযোগিতা করেছেন। পড়াশোনার ফাঁকে মোবাইল ফোন, টিভি দেখ া ছাড়াও ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করা আফরিনার নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন।

মেয়েকে চিকিৎসক করার স্বপ্ন দেখছেন কেন? জবাবে হাফিজা বেগম বলেন, ''আমরা ভুক্তভোগী। যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই তাদের চিকিৎসা করাতে কষ্ট অর্জিত অর্থ ব্যয় করেও মাঝপথে থেমে যেতে হয়। ভালো চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হয় না। আমার ইচ্ছা, মেয়েকে ডাক্তার করে যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদের স্বল্পমূল্যে ভালো পরিষেবা দেওয়া। এছাড়াও আমাদের সমাজে মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে মহিলা চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। মেয়ের ডাক্তার হওয়াতে কিছুটা হলেও সেই অভাব পূর্ণ হবে। তাই এটাই আমার ইচ্ছা, লক্ষ্য। এই স্বপ্ন পূরণে নির্ভর করি একমাত্র সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ-তায়ালার উপরে। চিকিৎসকের স্বপ্ন ভাবিয়ে তুলেছে একরামুল হককেও। সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায়! কপালে চিন্তার ভাঁজ। তবে সংকল্প ব্যর্থ হবে না। এই বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে আফরিনারা এগিয়ে যেতে চায় সাফল্যের পথে।

বিজেপির সংকট বাড়ছে ত্রিপুরায়!

প্রথম পাতার পর

বিপ্লব দেবের এভাবে বেসুরো কথাবার্তায় ত্রিপুরা বিজেপি ভয় পেয়েছে। বিজেপির ত্রিপুরা সরকার এবার অনেকটা নড়বড়ে। আগে দেখা গিয়েছে বিজেপি কম ক্ষমতা নিয়ে সরকার গঠন করলেও তারা অচিরেই শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরায়

তারা পারেনি শক্তি বাড়াতে। প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মার টিপ্রামোথাকে বাগে আনতে পারেনি তারা। কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে টিপ্রামোথা বিরোধী বেঞ্চেই রয়েছে। ফলে ফলাফলটা বিজেপির পক্ষে মাত্র ৩৩-২৭। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বিপদ। সেখানে যদি সরকারের তিন মাস যেতে না যেতেই বিদ্রোহ দানা বাঁধে, তাহলে অশনি সংকেত তো মিলবেই! বিজেপির হাইকম্যান্ডও বিষয়টির দিকে নজর দিয়েছে। তাই তড়িঘড়ি বিদ্রোহ দমনে তাঁরা তৈরি হয়েছে। তলব করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। এখনও বিরোধীরা চুপচাপই রয়েছে। গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতা করছে। তাঁরা নির্বাচিত সরকারকে ভাঙার দিকে যায়নি। কিন্তু শাসক দল বিজেপিতেই যদি দু-টি পক্ষ হয়ে যায়, তবে পোয়াবারো বিরোধীদের। বিজেপি ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে সতর্ক হয়েই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করছে। নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে চাইছে। তাই কোনোভাবেই আমল দিতে চাইছে না বিদ্রোহকে। বিদ্রোহ দমনে সিদ্ধহস্ত বিজেপির হাইকমান্ড চাইছেন না ত্রিপুরার রাজনীতি কোনোভাবে সরগরম হোক।

জনপ্রিয়তা বেড়েছে রাহুলের

প্রথম পাতার পর

সেখানে রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা ২০২৩-এ বেড়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ। তিন শতাংশ বেড়েছে রাহুলের জনপ্রিয়তা। আবার যাঁরা ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন, তাঁদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ বলছেন রাহুল গান্ধীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। রাহুল গান্ধীকে সমর্থন প্রসঙ্গে ২৬ শতাংশ বলেছেন যে তারা সর্বদা তাঁকে পছন্দ করেন। ১৫ শতাংশ বলেছেন যে তাঁরা ভারত জোড়ো যাত্রার পরে রাহুল গান্ধীকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। ১৬ শতাংশ বলেছেন, তারা কংগ্রেস নেতাকে পছন্দ করেন না। ২৭ শতাংশ এই প্রশ্নে নীরব থেকেছেন। ভারত জোড়া যাত্রার পর রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

যাঁরা রাহুলকে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বা নরেন্দ্র মোদীর চ্যালঞ্জার হিসেবে তাঁদের মধ্যে ১৫ শতাংশ ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুল পক্ষে রায় দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারত জোড়ো যাত্রা করে তিনি ভারতবাসীর আরো কাছে এসেছেন। এদিন রাহুল গান্ধী ছাড়া মোদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ১১ শতাংশ বলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নাম। অখিলেশ যাদবের নাম বলছে ৫ শতাংশ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলছেন মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। সমীক্ষায় ৯ শতাংশ মানুষ বলেছেন, কেউ মোদীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। অর্থাৎ রাহুল গান্ধীই হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চ্যালেঞ্জার। দেশের শীর্ষ পদের জন্য মোদীকেই চাইছেন মানুষ। কর্নাটক নির্বাচনের বিজেপির ভরাডুবির পরও মোদীর জনপ্রিয়তা কমেনি। ১৯টি রাজ্যজুড়ে এই সমীক্ষা চালিয়ে সমীক্ষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ৪৩ শতাংশের অভিমত বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই আসতে চলেছে। অর্থাৎ তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদীই।

তবে কংগ্রেস বা বিরোধীরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিও সরকারকে টেক্কা দেওয়ার লড়াইয়ে খ ুব একটা পিছিয়ে নেই। এই সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ সরকারের পক্ষে যেমন ৪৩ শতাংশের অভিমত রয়েছে, ৩৮ শতাংশ মনে করছে তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে পারবে না বিজেপি।

আবার ৪০ শতাংশ মানুষ বলেছেন এখনই নির্বাচন হলে তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেবেন। আর কংগ্রেসকে ভোট দেবেন ২৯ শতাংশ ভোটদাতা। এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভোট বাড়বে কংগ্রেসের। বিজেপির ভোট শতাংশ ২ শতাংশ বেড়ে ৩৯ শতাংশ হবে। ২০১৯-এ তারা ৩৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। কংগ্রেসের ভোট ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৯ শতাংশ হবে।

'ডিভাইড পলিসি' প্রত্যাখ্যানের ডাক আইমা সুপ্রিমোর

প্রথম পাতার পর

তাই আজ হিন্দু শুধু মুসলমানকেই নয়, শত্রু ভাবে তার নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকেও। আবার মুসলমানের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে। মন্তব্য আইমা সুপ্রিমোর। তাই আগে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য মানুষকে প্রস্তুত থাকতে

বলেন তিনি। কারণ, বিরোধিতা প্রথমেই আসবে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষ থেকে। মত তাঁর। ভাইজানের আরও সংযোজন, ''আইমাকে সমর্থন করার জন্য কাউকে জোর করব না আমরা। কিন্তু 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি' যদি প্রত্যাখ্যান না করতে পারেন, তাহলে উগ্রবাদীদের জ্বালানো আগুনে নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবেন আপনারা।''

এদিনের সমাবেশ থেকে মানুষকে নিজেদের বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থেকে আইমার লড়াইকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।সমাবেশের মঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব বিষ্ণুপদ পণ্ডা, স্বর্ণকমল দাস, হাজি বদরুদ্দোজা-সহ জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয়স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

মসজিদুল আনোয়ার। প্রতাপপুর দরবার শরিফে অবস্থিত এই মসজিদটি তৈরি হয়েছে তুরস্কের মসজিদগুলোর আদলে। প্রতি জুম্মার দিন শয়ে শয়ে মানুষ আসেন মসজিদুল আনোয়ারে জুম্মার নামাজ আদায় করতে। অসংখ্য মানুষের অত্যন্ত প্রিয় জায়গা প্রতাপপুর দরবার শরিফের অন্দরে অবস্থিত এই মসজিদটি।

কোলাঘাটে আইমা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন। চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তুতিও প্রায় সাড়া। এখন চলছে পর্যবেক্ষণ আর ভোটের জন্য অপেক্ষা। তবু ত্রিস্তরীয় এই পঞ্চায়েত ভোটে একটুও ঢিল দিতে চান না আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাই শাসকদলের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভকে কীভাবে পুরোমাত্রায় কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে স্বয়ং ভাইজান সফর করছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় আইমা সমর্থিত ইউএসএফ প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেসব জায়গায় বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন ভোটের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের নেতৃত্বেদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা সেরে নিলেন আইমাই সুপ্রিমো। তাঁর উপস্থিতিতে বিশেষ বৈঠকে বসেন ওই অঞ্চলের নেতৃত্ব। তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উজ্জীবিত করেন ভাইজান।

পাশাপাশি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও না ছাড়ার পরামর্শ দেন তিনি।

উল্লেখ্য, শিক্ষা, কয়লা, গরু পাচার-সহ একাধিক দুর্নীতিতে বিধ্বস্ত গোটা তৃণমূল কংগ্রেস দল। রাজ্যের একাধিক নেতা ও মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে। এদিকে ইডি-সিবিআই প্রায় প্রতিদিনই জালে তুলছে তৃণমূল নেতাদের। ফলে এই মুহূর্তে একরকম ল্যাজে-গোবরে অবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের। অন্যদিকে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে থমকে আছে উন্নয়নের কাজ। চাকরি নেই, শিল্প নেই, এমনকী মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে পড়ে দু'বেলা দু-মুঠো অন্ন জোটানোই দায় হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের কাছে। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে আর চাইছেন না তাঁরা। অন্যদিকে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেও প্রশ্রয় দিতে চান না বাংলার মানুষ। ফলে তাঁদের কাছে একমাত্র বিকল্প হিসাবে উঠে আসছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নাম। তাই তাঁরা চাইছেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেই আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের পাশে দাঁড়াতে। আইমার সৈনিকরাও আশাবাদী, এবারের পঞ্চায়েতে নির্বাচনেই মোক্ষম জবাব দেওয়া যাবে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদলকে।

কোরান-হাদিসের আলোকে নসিহত করলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২২ মে সোমবার আমড়াগোহাল পূর্ব পাড়াতে ওয়াজের মাহফিলে নসিহত করছেন প্রতাপপুর দরবার শরিফের পিরজাদা তথা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং যুব সমাজের আইকন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এই ওয়াজ মাহফিল থেকে তিনি জাতির উদ্দেশে দুনিয়া এবং আখেরাতের নানা বিষয়ের পাঠ দেন। পবিত্র কোরান ও হাদিসের আলোকে মানবজীবনের নানান দিক তুলে ধরেন তিনি। দুনিয়া এবং পরকালে কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কীভাবে জীবনকে পরিচালিত করা উচিত সে বিষয়েও আলোচনা করেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

মুসলমান এখন নানাভাবে গোমরাহীর দিকে ধাবিত। আর এই কারণেই তারা সব জায়গায় নানাভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং নির্যাতনের শিকার। এর কারণ, তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে রেখেছে। নিজেদের জন্য কোনো নেতা নির্বাচন করেনি।

ফলে নেতৃত্বহীন জাতি যেমন কখনওই উত্তরণের পথ খুঁজে পায় না, আজ মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে তেমন। এমনটাই মত আইমা সুপ্রিমোর। তাই তিনি মনে করেন, হাদিস ও কোরানকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের জন্য উপযুক্ত খলিফা বা নেতা নির্বাচন করে তাঁদের দেখানো পথে নবিপাক সা. এর সুন্নত মোতাবেক চলতে হবে। তবেই মুসলমান আবার তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে।

হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এদিনের ওয়াজ মাহফিল প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল। আখেরী মোনাজাতে শরিক হয়ে সবাই আল্লাহর দরবারে অশেষ পুণ্যের জন্য মোনাজাত করেন।

আমড়াগোহাল পূর্বপাড়া

আলিমে রাজ্যে প্রথম আসিফ ইকবালকে সংবর্ধনা বেলডাঙা আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পর্ষদের অধীন মাধ্যমিকের সমতুল মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় এবার প্রথম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার অন্তর্গত ভাবতা গ্রামের আসিফ ইকবাল। নানান মাধ্যম থেকে ইতিমধ্যেই প্রচুর শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন আসিফ। এবার তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মুর্শিদাবাদ জেলা বেলডাঙা আইমা ইউনিটের এক প্রতিনিধিদল। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সভাপতি মোতাহার হোসেন বিশ্বাস, সহ সভাপতি আফতাব উদ্দিন, সম্পাদক হাজিকুল আলম, সহ সম্পাদক মোঃ মোসাব্বির মোল্লা, সদস্য সামসুল হক প্রমুখ। তাঁরা আসিফের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। পাশাপাশি আলিম পরীক্ষায় অভাবনীয় ফল করার জন্য আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন তাঁর কাছে। এমনকী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বতোভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব।

এসআইও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতাপপুর দরবার শরিফ হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় (হেড কোয়ার্টার)। প্রায় প্রতিদিন নানা মত ও পথের, নানা ক্ষেত্রের মানুষ এখানে আসেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে দেখা করতে। আসেন রাজনীতিবিদ থেকে খেলোয়াড়, সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন থেকে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব। আইমা সম্পাদকের উষ্ণ সান্নিধ্য তাঁদের প্রাণিত করে। কেউ কেউ আসেন ভাইজানের সঙ্গে শুধুই দেখা করতে, কেউ বা আসেন বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতে। কারোর থাকে শুধুই আবদার। সব কিছুই হাসিমুখে সামাল দেন আইমার কর্ণধার। এবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গ শাখার এক প্রতিনিধিদল।

জানা গিয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা আইমা সুপ্রিমোর সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে মূলত কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে মুখ খোলেনি কোনো পক্ষই। সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই জানিয়েছেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই বৈঠকে। কারণ, আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান আগেই জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রয়োজনে সম-মনোভাবাপন্ন দলগুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে আইমা সমর্থিত রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড সেকুলার ফ্রন্ট (ইউএসএফ)। তাছাড়া সমর্থন চাওয়া হতে পারে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর কাছ থেকেও। তাই এসআইও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আইমা সুপ্রিমোর সাক্ষাৎ নিছক কাকতালীয় কোনও ব্যাপার নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে ছোটো ছোটো দল বা সংগঠনের সমর্থন পেলে ভোটবাক্সে ইউএসএফ প্রার্থীরা লাভবানই হবেন। কারণ হিসাবে তাঁরা জানাচ্ছেন এইসব রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোটব্যাঙ্ক আছে, তা যদি এক জায়গায় আনা যায়, তাহলে বড় রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে শাসকদলকে টেক্কা দেবেন ইউএসএফ প্রার্থীরা। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানই পারবেন এই ভোটব্যাঙ্ককে একত্রিত করতে, এমনটাই অভিমত ওই বিশ্লেষকদের।

বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ইটামগ্রা-২ অঞ্চল আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক দুর্নীতিতে ডুবে আছেন শাসকদলের একাধিক নেতামন্ত্রী। তৃণমূলের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখন অসাড় হয়ে গিয়েছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। রাজ্যজুড়ে মানুষ এখন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। আর খয়রাতির রাজনীতি করে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। দুর্নীতির বহর এখন এতটাই বেশি যে, কাটমানিখোর নেতাদের দাপটে সাধারণ পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক জায়গায়। ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত ও বেহাল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সরকারি পরিষেবা দানে উদাসীনতার বিরুদ্ধে এবার পথে নামলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কাপাসএড়্যা-তেরপেখ্যা পর্যন্ত পিচরাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বেহাল এই রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে নাভিশ্বাস ওঠে সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে জীবন হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের। অথচ ভোটের সময় আসলেই নেতারা ভোট চাইতে ছুটে যান মানুষের বাড়ি বাড়ি। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ফোটান। কিন্তু ভোট মিটলেই আবার তাঁরা পরিযায়ী পাখি হয়ে যান। কোনো নেতারই টিকির দেখা মেলে না বলে অভিযোগ তাঁদের। তবে প্রশাসনের উদাসীনতা এবং অরাজক মনোভাবের বিরুদ্ধেই এবার বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলেন আইমার কর্মীরা। কাপাসএড়্যা থেকে তেরপেখ্যা পর্যন্ত বেহাল হয়ে পড়ে থাকা এই রাস্তা মেরামতির দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল, জানিয়েছেন আইমার কর্মীরা। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে এই অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে ইটামগ্রা-২ অঞ্চল আইমা ইউনিট। রাস্তায় নেমে সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন অসংখ্য সাধারণ মানুষও। সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তাঁরা জানান, অবিলম্বে এই বেহাল রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে। তা না হলে আগামীতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন।

আইমার লোগো সম্বলিত ব্যাগ উপহার হজযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিকল্পনা বা ইচ্ছে আগেই ছিল। কিন্তু এতদিন তা বাস্তবায়িত হয়নি। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সেই স্বপ্ন এবার বাস্তব রূপ পেল। হজে যাবার আগে হাজি সাহেবদের হাতে তুলে দেওয়া হল আইমার লোগো খচিত বিশেষ ব্যাগ।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটা সংগঠন, যেটা গড়ে উঠেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। আর তাকে ন্যায়নিষ্ঠ নীতির মধ্যে দিয়ে শানিত করে চলেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। ফলে সংগঠনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে নিয়েছেন আইমার একনিষ্ঠ সৈনিকরা। যে কোনও সমস্যায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হোক বা মানুষের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নেওয়া; সব ক্ষেত্রেই আইমার সৈনিকদের জুড়ি মেলা ভার। অনেকে বলেন, আইমা করে কী লাভ? কিন্তু এই কথাকে পাত্তা দিতে নারাজ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান থেকে সংগঠনের প্রতিটা কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। তাঁরা মনে করেন, সমালোচকের কাজ সমালোচনা করা। তাঁরা তা করুন। কিন্তু হাজার সমালোচনা হলেও আইমা দৃঢ়ভাবেই তার কাজটা করে যাবে। ফলে সমালোচকরা কী বলছেন সেটা বড় কথা নয়, বরং আইমার কাজের মূল্যায়ন করবেন সাধারণ মানুষ। সেই আপ্তবাক্য মাথায় রেখেই নব্য

হাজিদের হাতে তুলে দেওয়া হল আইমার ব্যাগ। হাজিদের হাত ধরে আইমার লোগো সম্বলিত এই ব্যাগ আল্লাহর ঘরে পৌঁছে যাবে, এটাই আইমার সার্থকতা; এমনটাই মনে করেন আইমার সম্পাদক সহ বাকি সদস্যরা। ফলে হাজিদের হাতে আইমার ব্যাগ তুলে দিতে পেরে তাঁরা যতটা খুশি, ঠিক ততটাই খুশি ধরা পড়েছে আইমার এই উপহার পাওয়া হাজিদের চোখে।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৫ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরি ○ ২৬ মে ২০২৩ ○ ১১ জ্যেষ্ঠ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

বলিষ্ঠ কণ্ঠের দায়

সম্প্রতি নিজের এজলাসের সর্বশেষ শুনানিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে এম জোসেফ। যে ধর্মই হিংসা ছড়াক, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে দাবি তুলেছেন তিনি। আগামী জুন মাসের ১৬ তারিখ অবসর নিচ্ছেন বিচারপতি কে এম জোসেফ। তার আগে ধর্মীয় হিংসা নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বইকি। তিনি কাদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করেছেন সেটাও খুব পরিষ্কার।

ধর্মীয় হিংসা আর ঘৃণাভাষণ নিয়ে এর আগেও বহুবার মুখ খুলেছেন বিচারপতি জোসেফ। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এইভাবে মুখ খোলাটাও দেশব্যাপী ঘৃণার বাজারে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। গুরুত্ব এই কারণেই যে, যিনি এরকম মন্তব্য করছেন, সেই ব্যক্তির সামাজিক এবং আইনি পদমর্যাদা যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। তবে এর মধ্যেও এই মন্তব্য নিয়ে কিছুটা বিতর্কের অবকাশ রয়েই যায়। কারণ, বিচারপতি জোসেফ ধর্মীয় হিংসা বা ঘৃণাভাষণের বিরুদ্ধে যতটা মুখ খুলেছেন, তাঁর কার্যকালের মেয়াদে কিন্তু এইসব কুকীর্তি ঘটানো অপরাধীদের জন্য তেমন কঠোর সাজা শোনাতে পারেননি। তবুও ভারতের সাধারণ জনগণের মনে শীর্ষ আদালতের এই বিচারকরাই ভরসা তৈরি করেন। এ পাওয়াও কম বড় পাওয়া নয়।

কেন্দ্র সরকার তথা বিজেপির কাছে বিচারপতি কে এম জোসেফ বিশেষ চক্ষুশূলের কারণ ছিলেন। ফলে নানাভাবে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর নিয়োগকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ২০১৬ সালে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন জোসেফ। রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেসের সরকার। হঠাৎই সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানায় বিজেপি। এর কিছুদিন আগে থেকেই ঘুরপথে একাধিক রাজ্যে সরকার ফেলে দিয়ে ক্ষমতায় আসার বদভ্যাস গড়ে তুলতে শুরু করেছে তারা। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিধায়ক কেনার ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে মোদী-শাহ পরিচালিত বিজেপির বিরুদ্ধে। ফলে ২০১৬ সালে যেভাবে তারা উত্তরাখণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়ে আসছিল হাইকোর্টে, সেই দাবি এককথায় খারিজ করে দিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কে এম জোসেফ। কারণ, তাঁর একবারও মনে হয়নি, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটা সরকারকে ফেলে দেওয়া উচিত হবে। তাছাড়া ধূর্ত বিজেপির কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি।

বিচারপতি কে এম জোসেফ একজন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই মনোভাব কিন্তু শুধুমাত্র বিচারকের চেয়ারে বসলেই ফুটে ওঠে না। বরং নানা সময়ে কোর্টের বাইরেও তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে। এরই পাশাপাশি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রায় দিয়েছেন তিনি, খারিজ করেছেন ধর্মের ভিত্তিতে শহরের নাম বদলের মামলাও। তাঁর নিজের কথায়, ‘‘দেশের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থের কথা ভাবাই উচিত নয়। ধর্ম বা অন্যান্য কোনও বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে যদি ধর্মীয় হিংসার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাহলেই আর সমস্যা থাকবে না। এইভাবেই দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।’’

এমন একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ, যিনি মনুষ্যত্বের কথা বলেন, সম্প্রীতির প্রচার করেন সগর্বে, তিনি যে টার্গেট হয়ে যাবেন, তাঁর বিরূদ্ধে চোখা চোখা বাক্যবাণ ধেয়ে আসবে উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের পক্ষ থেকে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে সঠিক কথা বলার জন্য যে ধক লাগে, তা কিছুটা হলেও রয়েছে বিচারপতি জোসেফের মধ্যে। ফ্যাসিবাদের রাজত্বে, এই ধ্বস্ত সময়ে এটুকু বলতে পারাটাও যে বলিষ্ঠ কণ্ঠের দায়।

● ● ● ● ● ●

কিয়ামতের দিন প্রথম যাদের বিচার হবে

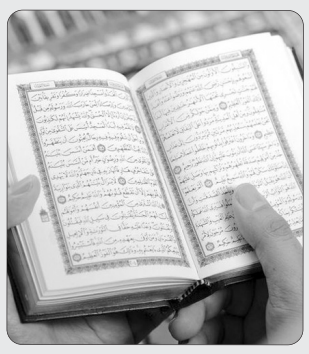

হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বরাতে এই হাদিসের বর্ণনা আছে। তিনি নবি সা.-এর কাছে নীচের ঘটনাটি শুনেছেন।

কিয়ামতের দিন প্রথম যার বিচার হবে, সে একজন শহিদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে তা স্মরণ করবে। এর পর আল্লাহ বলবেন, ওই নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করে এসেছ? সে বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে শহিদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি আসলে এ জন্য জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। তাই-ই বলা হয়েছে। এরপর (ফেরেশতাদের) আদেশ করা হবে, আর তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় লোক সে, যে ইলম শিক্ষা করেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কোরান পড়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে দেওয়া) তাঁর সব নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেবেন। সে সবকিছু মনে করবে। এর পর আল্লাহ বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করে এসেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কোরান পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি আসলে এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে, এ উদ্দেশ্যে কোরান পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। এরপর (ফেরেশতাদের) আদেশ দেওয়া হবে, আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় লোকটি হলেন তিনি, যাঁর রুজিকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ দিয়েছিলেন। তাঁকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাঁকে তাঁর দেওয়া সব নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেবেন। সে সবকিছু মনে করবে। এরপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, তুমি ওই সব নিয়ামতের বিনিময়ে কী আমল করে এসেছ? সে বলবে, যেসব রাস্তায় দান করলে আপনি খুশি হন, সেসব রাস্তার মধ্যে কোনোটিতে আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আসলে এ কারণে দান করছিলে, যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর (ফেরেশতাদের) হুকুম করা হবে এবং তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ১৯০৫)

জীবন বদলের বাণী

একটি হিংস্র পশুর চেয়ে একজন প্রতারক এবং দুষ্ট বন্ধুকে বেশি ভয় পাওয়া উচিত। হিংস্র প্রাণী শুধুমাত্র আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু খারাপ বন্ধু আপনার বুদ্ধির ক্ষতি করতে পারে। —*গৌতম বুদ্ধ*

অন্যের প্রতি কু-ধারণা করাও অন্যায়। —হজরত আলি রা.

—*হজরত আলি রা.*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে প্রশ্ন

স্থগিতাদেশ চাইছেন প্রযুক্তি-বিশ্বের নেতারাই

সম্প্রতি চ্যাটজিপিটি এবং জিপিটি-৪ এর উত্থানের পর অসংখ্য মানুষ তথ্যের উৎস হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই দুটো সংস্করণকে বেছে নিয়েছেন। এখানেই মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার মূল সমস্যা নিহিত। সাধারণত আমরা একটি ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে থাকি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করার পর তার প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। এছাড়াও সাধারণভাবে একটি ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে আমরা সেই ঘটনার বর্ণনা আরেকটি উৎস থেকে পেতে পারি। এভাবে সত্যতা যাচাই করলে ভুল বর্ণনা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় একেবারেই। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এরকম সুবিধা নেই।

সাদমান সাকিব

‘‘জিপিটি-ফোরের চেয়েও শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার উদ্ভাবন নিয়ে যেসব পরীক্ষাগার কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে আমরা অন্তত ছয় মাসের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এরকম উন্নয়ন স্থগিত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। এই স্থগিত জনসমক্ষে আনতে হবে এবং এর সত্যতা যাচাইয়ের উপযোগী হতে হবে। এ ধরনের সাময়িক স্থগিতকরণ যদি দ্রুত কার্যকর করা না হয়, তাহলে সরকারের উচিত হবে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্য দিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া।’’

উপরের কথাগুলো একটি খোলা চিঠিতে লেখা হয়েছে, যে চিঠি নিয়ে বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। যাঁরা চিঠিটি লিখেছেন বা এতে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন যেন সম্প্রতি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া ‘জিপিটি-ফোর’কে আরও উন্নত করতে যাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের এই চেষ্টা অন্তত ছয় মাসের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। এই স্থগিতকরণ যেন ঠিকমতো কার্যকর করা হয়, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে সেই চিঠিতে। তবে কীভাবে এই স্থগিতকরণের সত্যতা যাচাই করা হবে, তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। প্রয়োজনে সরকারের হস্তক্ষেপের কথাও জানানো হয়।

উপরের আহ্বানগুলো যে খোলা চিঠিতে জানানো হয়েছে, সেই চিঠির প্রকাশক হচ্ছে ‘ফিউচার অব লাইফ ইনস্টিটিউট’ নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের জীবনে হুমকি তৈরি করে, সেসব নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। গত বছর নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ‘ওপেনএআই’ (ঞ্জমত্র— জ্জ) চ্যাটজিপিটি নামের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এই চ্যাটবটকে কোনো প্রশ্ন করলে বা কোনো নির্দেশনা প্রদান করলে অতি অল্প সময়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিত কিংবা নির্দেশনায় যেসব তথ্য চাওয়া হয়, সেগুলো দেওয়া হত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা আগেও কম-বেশি হলেও এই চ্যাটবট উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর থেকে সেটি নতুন মাত্রা লাভ করে। এই বছরের মার্চ মাসের ১৪ তারিখে জিপিটি সিরিজের চতুর্থ সংস্করণ ‘জিপিটি-৪’ বাজারে আনার কথা ঘোষণা করে ওপেনএআই। এটি ছিল তার পূর্বের সংস্করণের চেয়ে আরো বেশি দক্ষতাসম্পন্ন ও নির্ভুল। জিপিটি-৪ বের করার পরই মাইক্রোসফট এবং ওপেনএআই যে আরও ভালো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংস্করণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটি পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু এই দুটি আলোচনায় থাকলেও আরও অনেকগুলো পরীক্ষাগার জিপিটি-৪ এর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার উদ্ভাবন নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ মার্চ এক খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়, যেখানে এখনও পর্যন্ত এগারশোরও বেশি বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিশ্বের নেতা এবং উদ্যোক্তা স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন এলন মাস্ক, স্টিভ ওজনিয়াক, জশুয়া বেনজিও ও ইউভাল নোয়াহ হারারির মতো ব্যক্তিরা। এলন মাস্ক অত্যাধুনিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রতিষ্ঠাতা। স্টিভ ওজনিয়াক বিখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ‘অ্যাপল’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। জশুয়া বেনজিও একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক এবং ইউভাল হারারি সুবিখ্যাত ‘স্যাপিয়েন্স’ বইয়ের লেখক।

চিঠিতে কয়েকটি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে, মিথ্যা তথ্যের ছড়াছড়ি, প্রচুর মানুষের চাকরি চলে যাওয়ার শঙ্কা, মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতিস্থাপন এবং সভ্যতার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়া। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় ও ব্যবস্থাপনার অভাব।

সম্প্রতি চ্যাটজিপিটি এবং জিপিটি-৪ এর উত্থানের পর অসংখ্য মানুষ তথ্যের উৎস হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই দুটো সংস্করণকে বেছে নিয়েছেন। এখানেই মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার মূল সমস্যা নিহিত। সাধারণত আমরা একটি ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে থাকি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করার পর তার প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। এছাড়াও সাধারণভাবে একটি ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে আমরা সেই ঘটনার বর্ণনা আরেকটি উৎস থেকে পেতে পারি। এভাবে সত্যতা যাচাই করলে ভুল বর্ণনা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় একেবারেই। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এরকম সুবিধা নেই। এখানে ভুল কোনও তথ্য দেওয়া হলে সেটিই লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার উপরে মানুষের অতি নির্ভরশীলতার ফলেও মানুষ অন্য কোথাও গিয়ে সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করবে না। ফলে ভুল তথ্য কিংবা প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানোর একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে যে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান যে চলে যাবে, তা অনুমান করা হচ্ছিল আগে থেকেই। এই অনুমান মোটেও অমূলক নয়। বর্তমানে অনেক মানুষ যে কাজ করছে, সেটি যদি একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম করে দিতে পারে, তাহলে একটি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি জনবলকে ছাঁটাই করবে। এর সাথে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতিস্থাপন ও সভ্যতার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়াও সম্পৃক্ত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, যদি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের গুরুত্বও কমে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তখন মানুষের জায়গা দখল করবে। এর ফলে একপর্যায়ে মানবসভ্যতার সুশৃঙ্খল সমাজকাঠামোই হয়তো সংকটে পড়বে।

চিঠিতে মূলত অন্তত ছয় মাস সময় চাওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। অতীতে দেখা গিয়েছে, এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্মের প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে মানুষ ধারাবাহিকভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি যেভাবে একের পর এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলো উদ্ভাবন ও সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, তাতে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে একটি পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার প্রস্তুতির জন্য যে সময়টি দরকার, সেটিই নিশ্চিতকরণের জন্য বিজ্ঞানী, গবেষক ও প্রযুক্তি বিশ্বের নেতারা আহ্বান জানিয়েছেন। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এই চিঠির উত্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাগারগুলো এখনও উল্লেখ যোগ্য কিছু জানায়নি। ওপেনএআইয়ের মুখ পাত্র বলেছেন, তারা আরো উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এখনই সেভাবে কাজ শুরু করেননি। এই চিঠির অনেক সমালোচক বলছেন, প্রযুক্তির উন্নয়নকে চাইলেও আটকানো সম্ভব নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সম্প্রতি যে আলোড়ন ও অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাতে করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো এত সহজে নতুন সংস্করণের পথ থেকে ফিরে আসবে বলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সাময়িক স্থগিতকরণের প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ভবিষ্যতের অনেক বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

জানা-অজানা

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি, কোনটিই বা জাতীয় স্তোত্র?

জানেন সংবিধান কী বলছে

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে সম্প্রতি বাংলায় শুরু হয়েছে এক দ্বন্দ্ব। কোনটি জাতীয় সঙ্গীত আর কোনটি জাতীয় স্তোত্র তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। উভয়ের মধ্যে কী পার্থক্য তা সঠিকভাবে জানেন কি? সম্প্রতি নানা মহলে নানা মতামত উঠে আসছে, এই অবস্থায় ‘জনগণমন অধিনায়ক’ আর ‘বন্দেমাতরম’-এর পার্থক্য নিয়ে এই প্রতিবেদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘জনগণমন অধিনায়ক’। সাংবিধানিকভাবে তা ন্যাশনাল অ্যান্থেমের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বাংলায় বা হিন্দিতে এই ন্যাশনাল অ্যান্থেমকে কী বলা হবে। বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় জাতীয় সঙ্গীত। আবার জাতীয় স্তোত্র বললেও ভুল নয়। কিন্তু বাংলার কী বলা হবে, তা নিয়ে নানা মত উঠে এসেছে, শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতণ্ডা।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জনগণমন হল ন্যাশনাল অ্যান্থেম। কিন্তু এর কোনো সুস্পষ্ট বাংলা বা হিন্দি নাম নেই। তাই আমরা একে জাতীয় সঙ্গীত বলতেই পারি। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু বাংলা ভাষায় ন্যাশনাল অ্যান্থেমের কোনো অনুবাদ নেই, তাই জাতীয় সঙ্গীত ডাকা যেতেই পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বন্দে মাতরম’ তাহলে কী? যেহেতু এটি ন্যাশনাল সং, সেহেতু এটিকেই জাতীয় সঙ্গীত বলা উচিত। সংবিধান বিশেষজ্ঞমহলের মতে, বিষয়টি ঠিক এভাবে ভাবলে হবে না। কারণ সংবিধানে বন্দে মাতরম সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তাই সাংবিধানিকভাবে একে জাতীয় সঙ্গীত বলা যাবে না।

সংবিধান রচনার সময় জনগণমনকেই জাতীয় সঙ্গীত বা ন্যাশনাল অ্যান্থেমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, জনগণমনের লেখনীতে দেশের সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক বৈচিত্র সঠিকভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। এটি দেশের ঐতিহ্যের পরিচায়কও বটে। এখন ভাষাগত বিভেদের জন্য যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার অবসান কীভাবে সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, জনগণমনকে জাতীয় সঙ্গীত বলা বা লেখা যেতেই পারে। তবে তার পাশে ন্যাশনাল অ্যান্থেম লিখে দিলেই ধন্দের অবসান হতে পারে। জনগণমনের স্বীকৃতি রয়েছে, বন্দেমাতরমের তা নেই। পার্থক্য শুধু এখানেই।

অনেকে আবার বলেন, জনগণমনকে জাতীয় সঙ্গীত বললে বন্দেমাতরমকে দ্বিতীয় জাতীস সঙ্গীত বলা যেতে পারে। কিন্তু তা স্বীকৃত নয়। আবার কেউ কেউ এটাতে জাতীয় শ্লোক বা জাতীয় স্তোত্র বলার পক্ষপাতী। শুধু জনগণমনের সঙ্গে আলাদা বোঝাতেই এই পৃথক নামের পক্ষপাতী অনেকে। উইকিপিডিয়াতেও জনগণমণকে জাতীয় সঙ্গীত রা রাষ্ট্রগান বা ন্যাশনাল অ্যান্থেম বলা হয়েছে। আর বন্দেমাতরমকে জাতীয় স্তোত্র বা রাষ্ট্রগীত বা ন্যাশনাল সং বলা হয়েছে। ১৯১১ সালে কলকাতায় আয়োজিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম গাওয়া হয়েছিল জনগণমন

১৯৩৭ সালে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে জনগণমন গানটি প্রস্তাব করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড চাওয়া হলে বাজানো হয়ে জনগণমন গানটি। ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি জনগণমনকে জাতীয় সঙ্গীত বা ন্যাশনাল অ্যান্থেমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দেমাতরম প্রথম গাওয়া হয়েছিল ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে। প্রথমে তা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মান্যতা পেলে পরে বন্দেমাতরমের জায়গায় জনগণমনকেই জাতীয় সঙ্গীত বা ন্যাশনাল অ্যান্থেমের মর্যাদা দেওয়া হয়। বন্দেমাতরম শুধু জাতীয় গান হিসেবে রয়েছে যায়। জাতীয় শ্লোক বা জাতীয় স্তোত্রও অনেকে বলে। সঙ্গীত আর গীত প্রায় সমার্থক শব্দ। সঙ্গীত হল যে গান সংগত বা সন্নিবেশিত বা বাদ্যসহযোগে গাওয়া হয়। আর গান হল বাদ্য সহযোগ ছাড়াই গাওয়া। অর্থাৎ তাকে শ্লোক বা স্তোত্রও বলা যায়।

এ গ্রামের সবাই দৃষ্টিহীন! গৃহপালিত পশুরাও

এও এক আজব গ্রাম। যে গ্রামের সবাই দৃষ্টিহীন, এমনকী গৃহপালিত পশুরাও। যে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় তাদের প্রথম দৃষ্টিশক্তি থাকলেও, বড়ো হয়ে ওঠার পরই তাঁদেরও দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। কিন্তু কেন ঘটে এমন আজব ঘটনা! কী এমন অভিশাপ লুকিয়ে রয়েছে এই গ্রামে!

আগে জেনে নেওয়া যাক এই গ্রামের ঠিকানা কোথায়, কোথায় গেলে এমন গ্রামটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দেখলে আর পাঁচটা গ্রামের মতোই লাগে এই গ্রাম। সাজানো গোছানো ঘর রয়েছে, রয়েছে সবুজ গাছগাছালি। বেশ মনোরম পরিবেশ, তবু কেন এই প্রতিবন্ধকতা? গ্রামে বাস করেন তিনশো জনের মতো মানুষ। ঘর রয়েছে ৭০টি। ধরে নেওয়া যেতে পারে ৭০ পরিবারে বাস ৩০০ জনের। স্বাভাবিক পরিবেশ থাকলেও তাঁরা কেউই স্বাভাবিক জীবনে নেই। প্রত্যেকের জীবনে অন্ধত্বের অভিশাপ লেগে রয়েছে। কারো দৃষ্টিশক্তি নেই।

গ্রামে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই শিশুও কিছুদিন পরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। প্রথম সে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মালেও কিছুদিনের মধ্যে সেও হয়ে যায় দৃষ্টিহীন। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সুন্দর পৃথিবীর মনোরম দৃশ্য তাঁরা দেখতে পান না। এই অন্ধকার দুনিয়া বিরাজ করছে মেক্সিকোয়। মেক্সিকোর এই গ্রামের নাম টিলটেপেক। এই গ্রামের কথা জানার পর বহু বিজ্ঞানীও সচেষ্ট এই গ্রামের রোগমুক্তি ঘটাতে। কিন্তু কেন তাঁরা দৃষ্টিহীন সেই রহস্যেরই সমাধান করতে পারেন না তাঁরা। এখনও সঠিক অর্থে সমাধান সূত্রই বের করতে পারেননি তাঁরা।

গ্রামের বাসিন্দারা মনে করেন, এ এক অভিশাপ। যাঁরা এ গ্রামে জন্মায় তাঁরা অভিশাপ মাথায় নিয়েই জন্মায়। কিন্তু একজন শিশু তো যখন জন্মায় তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি থাকে? গ্রামে প্রচলিত রয়েছে, এ গ্রামে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার দিকে তাকালেই দৃষ্টিশক্তি চলে যায়! সেই গাছের নাম লাভাজুয়েলা। গ্রামে আরও প্রচলিত রয়েছে, ওই গাছ কাটাও ভয়ের। গাছ কাটতে গেলে আরো বড়ো ক্ষতি হতে পারে বলে বিশ্বাস গ্রামবাসীদের। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবার তা মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন, এই গ্রামের বাসিন্দাদের দৃষ্টিশক্তি হারানোর পিছনে রয়েছে এক ধরনের মাছি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রামে বিষাক্ত মাছিল উপদ্রব রয়েছে। যা কামড়ে বসলে যে কোনো প্রাণী দৃষ্টিশক্তি হারায়। এই মাছির বিষেই অন্ধকার নেমে এসেছে গ্রামে। মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য প্রাণীও এ গ্রামে দৃষ্টিশক্তিহীন।

গান্ধীসাগর জঙ্গলে দ্বিতীয় ঘর পাচ্ছে চিতা

খরচ ৩০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধ্যপ্রদেশেই নিজেদের দ্বিতীয় ঘর পেতে চলেছে আফ্রিকান চিতা। গত বছর সেপ্টেম্বর ও চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যথাক্রমে ৮টি এবং ১২টি, মোট ২০টি আফ্রিকান চিতা উড়িয়ে এনে ছাড়া হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের কুনো-পালপুরের জঙ্গলে। মার্চে তাদের চারটি শাবকও জন্মায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, চিতার বাসস্থান হিসেবে কুনোর জঙ্গল তার ধারণক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তিনটি চিতার মৃত্যুর ঘটনাও চিন্তা বাড়িয়েছে। তাই কুনোর থেকে দু'শো কিমি দূরে, রাজস্থান সীমানা লাগোয়া গান্ধীসাগর সংরক্ষিত অরণ্যকেই চিতার দ্বিতীয় আবাস হিসেবে তৈরি করছে মধ্যপ্রদেশ সরকার।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ কুনোয় দু'মাসে তিনটি চিতার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে, প্রয়োজনে 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে' চিতাদের রাজস্থানের জঙ্গলে পাঠানোর কথাও ভাবা হোক। কারণ কুনোয় স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা স্পষ্ট। মধ্যপ্রদেশের প্রধান মুখ্য বনপাল জসবীর সিং চৌহানও সম্প্রতি জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষকে (এনটিসিএ) চিঠি লিখে আর্জি জানিয়েছেন, যাতে চিতা অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী বিদেশ থেকে আনা চিতাদের কুনোর বাইরেও অন্য জঙ্গলে ছাড়ার কাজটি দ্রুততার সঙ্গে এগোয়। এখনও সে চিঠির জবাব দেয়নি এনটিসিএ। কিন্তু তার জন্য বসে না থেকে গান্ধীসাগরের জঙ্গলকে চিতার জন্য তৈরির কাজে নেমে পড়েছে তারা।

নওরাদেহি নামে মধ্যপ্রদেশেরই আরও একটি জঙ্গল চিতা রাখার জন্য উপযুক্ত, জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে তার আগে তুলনায় ছোটো জঙ্গল গান্ধীসাগর কেন? জসবীরের কথায়, 'নওরাদেহি অভয়ারণ্যকে চিতার আবাস হিসেবে গড়তে খরচ ২০০ কোটি। আর গান্ধীসাগরে ৩০ কোটি। আমরা ৩০ কোটি খরচেরই অনুমতি পেয়েছি। তাই ৩৬৮ বর্গ কিমি বিস্তৃত গান্ধীসাগরের জঙ্গলকে সব দিক থেকে তৈরি করছি আমরা। বিশাল এনক্লোজার, কোয়ারান্টিন এলাকা, জলের আধার, শিকারের উপযুক্ত জীবজন্তু (প্রে বেস) —এসব ঠিকভাবে তৈরি করতে বছরখানেক লেগে যাবে।'

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মধ্যপ্রদেশের বনাধিকারিকদের গান্ধীসাগরের পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তার পরে আরও দু'টি চিতার মৃত্যু হয়েছে কুনোয়। নামিবিয়ার একটি পুরুষ চিতা মারা যায় হার্ট অ্যাটাকে, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মাদি চিতার মৃত্যু হয় সঙ্গমের সময়ে জখম হয়ে। এর পরে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা চিতার দ্বিতীয় আবাসের দাবিতে চাপ আরও বাড়িয়েছেন। সঙ্গে জুড়েছে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যা সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারেনি কেন্দ্র। শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের বেঞ্চের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাজস্থানের জঙ্গলে চিতা ছাড়ার কথা বলছেন বহু বিশেষজ্ঞই। তাঁদের প্রথম পছন্দ, মুকুন্দরা হিলস অভয়ারণ্য।

যদিও রাজস্থান লাগোয়া গান্ধীসাগর নিয়েও আশাবাদী মধ্যপ্রদেশের বনাধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, গান্ধীসাগরের অভয়ারণ্য এলাকা কুনোর (৭৪৮ বর্গ কিমি) থেকে কম (৩৬৮ বর্গ কিমি) হলেও এর চারপাশে ৪০০০ বর্গ কিমি ল্যান্ডস্কেপ এলাকা চিতার বিচরণের জন্য উপযুক্ত। ফলে হঠাৎ করে স্থান সঙ্কুলান হবে না। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে ভবিষ্যতে ক'টি চিতা এখানে ছাড়া হবে, তার উপর। আপাতত বিশেষজ্ঞরা দেখছেন, কুনোর মুক্ত জঙ্গলে ছাড়া চিতাগুলি কতটা এলাকাকে নিজেদের বিচরণ ক্ষেত্র (হোম রেঞ্জ) হিসেবে বেছে নিচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে বেরোলেও তাদের আচরণগত কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না। সে সব বিশ্লেষণ করেই স্থির হবে, ক'টি চিতা ছাড়া হবে গান্ধীসাগরে।

বিনা অপরাধে ২০ বছর জেল, অবশেষে বেকসুর খালাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষপর্যন্ত বিচার পেলেন বটে আবদুল্লাহ আয়ুব কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল। বিনা অপরাধে জীবনের ২০টি বছর জেলের গরাদের পিছনেই কাটাতে হল উত্তরপ্রদেশের বস্তির বাসিন্দাকে। আর আয়ুবের ওই জেল যাত্রার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল খোদ উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ২০ বছর অন্ধকার গারদে কাটানোর পরে অবশ্য 'সবার উপরে' সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেননি, 'ফিরিয়ে দিন ধর্মাবতার, আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া ২০টি বছর।'

কী ঘটেছিল আয়ুবের জীবনে? বাস্তির বাসিন্দা আয়ুবের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে ছিলেন পুলিস কনস্টেবল মহম্মদ খুরশিদ। ভাড়াটে হিসেবে থাকলেও এক পয়সা ভাড়া দেননি। দিনের পর দিন ভাড়া না পাওয়ায় খুরশিদকে বাড়ি থেকে উৎখাত করেছিলেন আয়ুব। ওই অপমান হজম হয়নি খাকি উর্দিধারীদের। এর পরেই বদলা নিয়ে গত ২০০৩ সালের মার্চে আয়ুবকে গ্রেফতার করে পুরানো বস্তি থানার পুলিশ। অভিযোগ আনা হয়, তাঁর কাছ থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের ২৫ গ্রাম হেরোইন পাওয়া গিয়েছে। গ্রেফতারের পরেই শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছিল আয়ুবের।

গত ২০ বছর ধরে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে বার বার জামিনের আর্জি জানিয়েও জেল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কেননা, শুধু যে হেরোইন পাওয়ার অভিযোগে আটকে রাখা হয় আয়ুবকে তাই নয়, এমনকী ফরেনসিক রিপোর্টেও কারচুপি করা হয়। বস্তির ফরেনসিক ল্যাব থেকে জানানো হয়, উদ্ধার হওয়া পাউডার অবশ্য-ই হেরোইন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আদালত লখনউয়ের ফরেনসিক ল্যাবে ওই পাউডার পাঠানোর নির্দেশ দেয়। লখনউয়ের ফরেনসিক ল্যাব থেকে জানানো হয়, আয়ুবের কাছ থেকে পাওয়া পাউডার কোনও মাদক নয়। আর ওই সাধারণ পাউডারের মূল্য মাত্র ২০ টাকা। এর পরেই বিচারপতি বিজয়কুমার কাটিহার বিনা অপরাধে জেল খাটা আয়ুবকে বেকসুর খালাস দেন।

মধ্যরাতে ট্রাকে চেপে মুরথাল থেকে আম্বালায় রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে বরাবর পছন্দ করেন তিনি। মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য কখনও দোকানে, বাজারে ঢুঁ মারেন। নির্দ্বিধায় হাত এগিয়ে দেন খেটে খাওয়া মানুষের দিকে। তাঁকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত মেলানোর জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন। সেই রাহুল গান্ধী এবার ট্রাকে চেপে চালকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হরিয়ানার মুরথাল থেকে আম্বালা পর্যন্ত যাত্রা করলেন। সোমবার গভীর রাতে এই যাত্রা করেন কংগ্রেস নেতা। গোটা যাত্রাপথে ট্রাক চালকদের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন বলে খবর দলীয় সূত্রে।

শুনলেন চালকদের সমস্যা

কংগ্রেস সূত্রে খবর, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ রাহুল গান্ধী হরিয়ানার মুরথালে পৌঁছান। এরপর মুরথাল থেকে মধ্যরাতে অর্থাৎ ১২টা নাগাদ ট্রাকে চড়ে আম্বালায় পৌঁছন। মুরথাল থেকে আম্বালা পর্যন্ত যাত্রাপথে কংগ্রেস নেতা ট্রাক চালকদের সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা। কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, আম্বালায় পৌঁছনোর পর, রাহুল গান্ধী হিমাচল প্রদেশের সিমলার দিকে যান। তবে মধ্যরাতে রাহুলের এই যাত্রা নিয়ে মুখ খোলেনি কংগ্রেস।

উল্লেখ্য দেশের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করতে ভারত জোড়ো যাত্রা করে কাশ্মীর থ্রকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন রাহুল গান্ধী। গত এপ্রিল মাসে দিল্লির বাংলা মার্কেট, জামা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ করেন তিনি।

সমান কাজ অসম বেতন। মর্যাদার লড়াইয়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটির অ্যাডহক শিক্ষকদের আন্দোলন। নয়াদিল্লিতে বুধবার।

দু'বছরে রাজ্যসভার সাংসদদের বেতন-ভ্রমণের জন্য খরচ ২০০ কোটি!

নয়াদিল্লি: আইনপ্রণেতাদের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে জলের মতো খরচ হচ্ছে টাকা। ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যসভার সাংসদদের বেতন, চিকিৎসার খরচ, ভ্রমণ ভাতা-সহ অন্যান্য মিলিয়ে খরচ হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে খরচ হয়েছে ৯৭ কোটি টাকা। তথ্য অধিকার আইনেই এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গিয়েছে।

২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যসভার সাংসদদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে তা জানতে চেয়ে রাজ্যসভার সচিবালয়ে তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) আর্জি জানিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর গৌড়। রাজ্যসভার সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, '২০২১-২২ অর্থবর্ষে সাংসদদের বেতন বাবদ খরচ হয়েছে ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ভ্রমণভাতা বাবদ খরচ হয়েছে ২৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য ব্যয় হয়েছে এক কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। কার্যালয় চালানোর জন্য খরচ হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। তথ্য-প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য খরচ হয়েছে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আর চিকিৎসার বিল বাবদ খরচ হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা।' রাজ্যসভার সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, '২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে বেতন বাবদ খরচ হয়েছে ৫৮.৫ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বাবদ খরচ হয়েছে ৩৩.৫ কোটি টাকা। চিকিৎসা বিল বাবদ দেওয়া হয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা। অফিস খরচ বাবদ খরচ হয়েছে সাত কোটি টাকা আর তথ্য-প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য খরচ হয়েছে দেড় কোটি টাকা।'

জি-২০ বৈঠক বয়কটে চিন পেল দোসরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: জি-২০ সদস্য দেশগুলির পর্যটন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক নিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল মোদী সরকার। সোমবার থেকে শুরু হওয়া বৈঠকে যোগই দিল না চিন, সৌদি আরব ও তুরস্ক। এমনকী মিশরও ওই তিন দেশের সঙ্গী হয়েছে। একইসঙ্গে চার দেশের বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও মুখ পুড়েছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

এদিন থেকেই শ্রীনগরে শুরু হয়েছে জি-২০'র পর্যটন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক। ১৭টি দেশের ১২০ জন জন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। শ্রীনগরকে 'বিতর্কিত' ভূখণ্ড হিসেবে কোনও বৈঠকে অংশ নেওয়া হবে না বলে আগেই জানিয়েছিল বেজিং। যদিও চিনের ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল বিদেশমন্ত্রক। ইচ্ছাকৃতভাবেই চিন শ্রীনগরের পর্যটন সংক্রান্ত বৈঠককে বিতর্কিত করতে চাইছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। চিন বৈঠকে যোগ দেবে না, তা আগেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু এদিনের বৈঠকে দেখা যায়নি তুরস্ক, সৌদি আরব ও মিশরের প্রতিনিধিকেও। তিন দেশের সঙ্গেই নয়াদিল্লির সুসম্পর্ক। ফলে ওই তিন দেশের বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও বিড়ম্বনায় পড়েছে মোদী সরকার। তবে সৌদি আরব ও তুরস্ক সরকারের প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ না দিলেও অংশ নিয়েছেন দুই দেশের বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

গরমে তীব্র জল সঙ্কট পুরুলিয়ায়, বাঁধের জলে বিকল্প ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলসঙ্কট দূর করতে সাহেব বাঁধের জলকে শহরে বিকল্প পানীয় হিসেবে সরবরাহ করার উদ্যোগ নিচ্ছে জেলা প্রশাসন, পুরসভা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ। পুরুলিয়া শহরের মানুষদের জলের প্রধান উৎস কাঁসাই নদী। কিন্তু বর্তমানে প্রখর দাবদাহে নদীর জল পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে। যার ফলে পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছে না বহু মানুষ। পুরসভা থেকে বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত হচ্ছে না। তাই শহরের ঐতিহ্যবাহী সাহেব বাঁধকে বিকল্প পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন, পুরুলিয়া পুরসভা ও জনস্বাস্থ্য দফতর।

ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন ও পুরসভার একটি টিম সাহেব বাঁধের পুরনো পাম্প স্টেশন পরিদর্শন করেছে। জেলাশাসক রজত নন্দা নিজে সরজমিনে পাম্প স্টেশন পরিদর্শন করেন, সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আধিকারিকেরা, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনিয়াররা। এ বিষয়ে জেলাশাসক রজত নন্দা বলেন, ''শহরের মানুষদের জলের সমস্যা মেটাতে বিকল্প ভাবনা নেওয়া হচ্ছে। সাহেব বাঁধের জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না পরীক্ষামূলকভাবে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি সমস্ত কিছু ঠিক থাকে তাহলে খুব শীঘ্রই সাহেব বাঁধের জল পানীয় হিসেবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।'

এ বিষয়ে পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালী বলেন, ''শহরে পানীয় জলের উৎস কংসাবতীর জল সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে নদী গর্ভ থেকেও জল উত্তোলন করা যাচ্ছে না। তাই সাহেব বাঁধকে থেকে বিকল্প পানীয় ব্যবস্থা করা যায় কি না তারই চেষ্টা হচ্ছে।'

ইতিমধ্যেই সাহেব বাঁধের কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি বেসরকারি সংস্থাকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে পুরসভা। সাহেব বাঁধকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে পানীয় জলের উপযোগী করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। কবে সাহেব বাঁধ থেকে বিকল্প পানীয়র ব্যবস্থা হবে। কবে শহরবাসীর জল কষ্টে মিটবে সেই দিকেই তাকিয়ে গোটা শহরের মানুষ।

বাগানে চা-পাতার পরিবর্তে পোকা ধরতে ব্যস্ত শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুয়ার্সের চা-বাগানে এখন তুমুল ব্যস্ততা। না একটি পাতা দু'টি কুঁড়ি নয়, চা-শ্রমিকরা হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন পোকা। বানারহাটের মতো ডুয়ার্সের একাধিক চা-বাগানে হামলা চালিয়েছে লুপার পোকা। তাই এখন আর শ্রমিকরা চা পাতা তুলছেন না। কারণ চা গাছে পাতাই নেই। বরং তুলোর মতো পোকা ধরতেই ব্যস্ত সকলে।

আন্তর্জাতিক চা-দিবসে চা-মহল্লার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল এ কথা। লুপার হানায় ক্ষতির মুখে চা-বাগানের মালিকরা। তাই তাঁরা শ্রমিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাঁরা পোকা বেছে তোলেন। ইতিমধ্যেই শয়ে শয়ে শ্রমিক গ্লাভস পরে বাগানজুড়ে পোকা মারার কাজে হাত লাগিয়েছেন। আসলে কীটনাশকেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না বলে দাবি চা-শ্রমিকদের। তাই হাতে ধরেই পোকা মারার এই বন্দোবস্ত। সেগুলিকে ব্যাগে পুরে জমা দিতে হচ্ছে। ওজন করে তার পর শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। বানারহাট চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বলেন, 'ওষুধ স্প্রে করেও পোকা মারা যাচ্ছে না। তাই শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে পোকা ধরার জন্যে। একবারে অনেকগুলো পোকা ধরে তারপর সেগুলোকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। বর্তমানে পোকা মারার জন্যেই শ্রমিকদের কাজে লাগানো হচ্ছে।'

বাগানের শ্রমিকদের সর্দার বিনোদ মুর্মু বলেন, 'এ বছর ভয়ঙ্কর লুপার পোকার আক্রমণ হয়েছে। চা গাছের পাতা নেই বললেই চলে। একটি গাছে শতাধিক পোকা ধরছে। যেখানে মূলত বাগানে পাতা তোলার কাজ করে থাকেন শ্রমিকরা, সেখানে ডুয়ার্সের বানারহাট চা-বাগানে পোকা মারতে হচ্ছে শ্রমিকদের। বিষয়টি নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত।' চা-শ্রমিক শায়রা খাতুন ও সঙ্গীতা ওঁরাও বলেন, 'আমরা এখন পাতা তুলছি না। পাতা তোলার জায়গায় এখন পোকা ধরছি। বাগানের মালিক বলেছেন পোকা ধরতে। আমরা অস্থায়ী শ্রমিক। পাতা না তুললে টাকা পাব না। পাতা নেই, তাই এগুলোকে ধরার পর সেগুলোকে মাপা হবে। তারপর পুড়িয়ে মারা হবে। তারপরে হাজিরা দেবে।'

লুপার পোকা চা-গাছের কচি পাতা খেয়ে ফেলে। ফলে চায়ের উৎপাদন ধাক্কা খায়। তাই এই পোকা দূর করতে না পারলে চা-শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে বানারহাট চা-বাগানের ম্যানেজারকে টেলিফোনে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। চা-বাগান মালিক সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, ''লুপার পোকার আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে চা-বাগানের। বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে একে পাতা উৎপাদন কম হয়েছে। এবার তার মধ্যে পোকার আক্রমণ। বাগানের কচি পাতা বের হলেই সেই পাতা খেয়ে ফেলছে এই পোকা। ওষুধ স্প্রে করেও মারা যাচ্ছে না। চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পোকা।''

দিঘা সৈকত-রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা সমুদ্র সৈকতে মন্ত্রী থেকে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঙালির প্রিয় সমুদ্র সৈকতকে রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা নেয় জেলা প্রশাসন। ২১ মে ২০২৩। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই দিনটিকে পরিবেশ সুরক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে। তারই অঙ্গ হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘায় পালিত হল এক কর্মসূচি। দিঘা সমুদ্র সৈকতকে আরও ঝকঝকে, তকতকে 'দিঘা মেগা ক্লিন আপ' কর্মসূচি পালন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন।

এছাড়াও এদিন মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এই 'দিঘা মেগা ক্লিন আপ' কর্মসূচিতে সামিল হতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি, দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার মানসকুমার মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের সামনে থেকে কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়। দিঘায় ছুটির দিন থেকে সপ্তাহের মাঝে পর্যটক ভিড়ে ঘাটতি নেই। স্থানীয় পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে ভিনরাজ্যের পর্যটকদের আকর্ষণ করতে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে পুরীর ধাঁচে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির কাজের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৈরি হচ্ছে কফি হাউসের আদলে ক্যাফে। শীঘ্রই গোয়ার ধাঁচে দিঘাকে সাজিয়ে তুলতে সমুদ্রে নামতে চলেছে ঝাঁ চকচকে প্রমোদতরী অর্থাৎ ক্রুজ।

সম্প্রতি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির তরফে একটি প্রমোদতরী দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্রুজটির নাম 'এমভি নিবেদিতা'। এছাড়া বহুদিন ধরেই গোয়ার ধাঁচে ব্যানানা রাইড থেকে অনেক ওয়াটার রাইড চালু হয়েছে ওল্ড দিঘায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, পুজোর আগে গোয়ার ধাঁচে প্রমোদতরণীর পরিষেবাও হয়ত চালু হয়ে যাবে। অন্যদিকে, পুরনো দিঘার সৈকতাবাস আবাসনের ঠিক সামনে তৈরি হচ্ছে দিঘার প্রথম বিশ্ব বাংলা উদ্যান। যার নাম রাখা হয়েছে সহজপাঠ। সেখানে সহজ পাঠ বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সঙ্গে নন্দলাল বসুর ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বাজি-নিষেধাজ্ঞা মাথায় হাত হাজারো পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজি তৈরি হোক বা বিক্রি দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটিকে কে না চেনে। তবে এবার সেখানেই বাজি তৈরি বা বিক্রিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল পুলিশ। চম্পাটির হাড়ালে আগামী দু'মাস কোনোরকম বাজি তৈরি বা বিক্রি করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। এগরা-বজবজ-মালদহ! একের পর এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে প্রাণ গিয়েছে অনেকের। নবান্নর তরফে বেআইনি বাজির কারখানা বন্ধ করতে কড়া নির্দেশিকা জারিও করা হয়েছে। সেই মতো তৎপর হয়েছে পুলিশ। জেলায়-জেলায় চলছে ধরপাকড়।

সোমবার বিকেলে বারুইপুর চাম্পাহাটি-হাড়াল আতসবাজি অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে কড়া নির্দেশ দেন এসডিপিও বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস ও আইসি বারুইপুর সৌমজিৎ রায়। শুধু তাই নয়, পুলিশের পক্ষ থেকে এসডিপিও বারইপুর ও আইসি বারুইপুরের নেতৃত্বে চলে লাগাতার অভিযানও। সেই অভিযানের জেরে বারো হাজার কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, চম্পাহাটি হারালে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। গতকাল বিকেলের পর থেকেই পুরোপুরিভাবে প্রায় দেড়শোটি দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের বার্তা মেনে দোকান, ব্যবসা বন্ধ রেখে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকায় চলছে পুলিশের লাগাতার মাইক প্রচার। মৃদুল দেবনাথ নামে এক বাজি ব্যবসায়ী বলেন, ''আমরা পুলিশকে সহযোগিতা করব। আমরা দু'মাস বন্ধ রাখব কাজ। পুলিশ যতদিন না অনুমতি দিচ্ছে ততদিন অবধি দোকান বন্ধ রাখা হবে।'' চম্পাহাটির আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অর্জুন মণ্ডল বলেন, ''পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমরা পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করছি।'' বারুইপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শ্যামাসুন্দর চক্রবর্তী বলেন, ''একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটছে। সাময়িক একটা ব্যবস্থা থাকবেই। আবার মানুষের রুজি-রুটিরও ব্যাপার রয়েছে। মাথা ঠান্ডা করে গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।'' বারুইপুরের সিপিএম নেতা লাহেক আলি বলেন, ''বাজি কারখানাকে বৈধভাবে চালানোর দায়িত্ব সরকারের। তা করতে তারা ব্যর্থ।''

বর্ধমানের অভয়ারণ্যেই দেখা মিলবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খুব তাড়াতাড়ি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আসছে বর্ধমানের রমনাবাগান অভয়ারণ্যে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছে বর্ধমান বনবিভাগ। এই বাঘ এলে তা এই মিনি জু-র মূল আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী বন দফতর।

বর্ধমানের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার নিশা গোস্বামী বলেন, ''রাজ্য বন দফতর থেকেই বর্ধমান রমনা বাগান জুওলজিক্যাল পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সেই অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতিমধ্যেই আমাদের এখানে চারটি চিতা বাঘ আছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, পাখি, ভালুক, কুমির-সহ আরো অন্যান্য পশু-পাখি রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার এলে রমনা বাগানের আকর্ষণ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।''

বন দফতরের আধিকারিকরা বলছেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এলে ভ্রমণার্থীদের সংখ্যাও বাড়বে। কারণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে তখন আর সুন্দরবন যেতে হবে না। আমরা এই বাঘ রাখার জন্য নতুন এনক্লোজার তৈরি করছি। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের কথা ভেবে একাধিক সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাসিন্দারা বলছেন, সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েও ভ্রমণপিপাসুদের অনেক সময় আক্ষেপ থেকে যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সাক্ষাৎ না পাওয়ার। বলা যায়, এবার সেই আক্ষেপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন পূর্ব বর্ধমান-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। খুব শীঘ্রই বর্ধমানের রমনা বাগান জুওলজিক্যাল পার্কেই দেখতে পাওয়া যাবে সুন্দরবনের মুখ্য আকর্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এই মিনি জু-কে। তৈরি করা হচ্ছে ফুড পার্ক। সবকিছু তৈরি হয়ে গেলে রাজ্যের অনুমোদন পেলেই রমনা বাগানে চলে আসবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের শুরুতেই দর্শকরা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এমনিতেই শীতকালে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ে রমনাবাগান অভয়ারণ্যে। এ ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও দর্শকরা আসেন।

ইসলাম নারীদের পর্দাসীন করার নির্দেশ দিয়েছে

মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটন-সহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে। এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে।

—লিখছেন আবদুল কাদের মুহাম্মদ শাহনওয়াজ

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান। মূলত ''হিজাব বা পর্দা'' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক, নারীর সতীত্ব এবং ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ।

পর্দার গুরুত্ব

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''হে নবি আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'' (সূরা আহযাব— ৫৯)

এই আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে। পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরিফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীন নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না। প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণ-সহ নানারকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদিস শরিফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ''নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।''

(তিরমিযী— ১১৭৩)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলি রা. বর্ণনা করেন, ''একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিলেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, ''মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি?'' তারা চুপ হয়ে গেলেন। (কেউ বলতে পারলেন না)

অতপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, ''মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি?'' তিনি বললেন, কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না।'' (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি ওই বিষয়টি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, ''নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে।'' (মুসনাদুল বাযযার— ৫২৬)

এতে পর্দার গুরুত্ব পরিস্ফুটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবিও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে কেননা হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, আল্লাহতায়ালা পর্দানশীনদের ভালোবাসেন। আর কোরানে বলা হয়েছে, ''তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।'' (সূরা হুজুরাত— ১৩)

প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হল ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে। এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়।

কারণ, পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীন পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীনতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পর্দাহীনতার পরিণতি

মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটন-সহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে। এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে।

মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।'' (বায়হাকী— ১৩২৫৬)

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকী অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে লানত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, ''নবি করিম সা. লানত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।'' (আবু দাউদ— ৪০৯৭)

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এই অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''দুই শ্রেণির জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)। এক, এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, আর সেই চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে। দুই, এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।'' (মুসলিম— ৫৪৪৫)

এই হাদিসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। এই বিষয়টি অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ''তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক, পিতা-মাতার অবাধ্যকারী। দুই, দাইয়ুস (অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্থ নারীদেরকে পর্দায় রাখে না)। তিন, পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী (অর্থাৎ বেপর্দা নারী)।'' (মুসতাদরাকুল হাকিম— ২৪৪)

এই হাদিস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনও নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এই হাদিস থেকে আরও জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্থ নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি।

আয়াতুল কুরসি পড়ার উপকারিতা

হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বরাতে এই হাদিসের বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন, একবার রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে রমজানের জাকাত-ফিতরা দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। মূলত আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। এ সময় একজন এসে খাদ্যদ্রব্য চুরি করতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করে বললাম, ''তোমাকে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে যাব।''

সে বলল, ''আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার ওপর। আমার দারুণ অভাব।'' কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে হাজির হয়েছি। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ''হে আবু হুরায়রা, গত রাতে কেমন আচরণ করেছ?''

আমি বললাম, ''হে আল্লাহর রাসুল, সে তার অভাব ও অসহায় পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। এ কারণে তার প্রতি দয়া হওয়ায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।''

রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ''সতর্ক থেকো। সে আবার আসবে।''

আমি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কথা শুনে নিশ্চিত হলাম যে সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে এসে আবারও খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, ''অবশ্যই তোমাকে রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে যাব।''

সে বলল, ''আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার ওপর। (আমাকে ছেড়ে দাও,) আমি আর আসব না।'' তাতে আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে যখন রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, ''আবু হুরায়রা, গত রাতে তোমার বন্দি কেমন আচরণ করেছে?''

আমি বললাম, ''ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। তাই আমার মায়া লাগলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।''

তিনি বললেন, ''সতর্ক থেকো। সে আবার আসবে।''

তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে আবারও খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, ''এবার তোমাকে নবি সা.-এর কাছে হাজির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। ফিরে আসবে না, এ কথা বলে তুমি আবার ফিরে এসেছ।''

সে বলল, ''তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু শব্দ শিখিয়ে দেব, যার কারণে আল্লাহ তোমার কল্যাণ করবেন।''

আমি বললাম, ''সেগুলো কী?''

সে বলল, ''যখন তুমি (ঘুমানোর জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাবে। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।''

তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আবার রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার বন্দি কেমন আচরণ করেছে?''

আমি বললাম, ''হে আল্লাহর রাসুল, সে বলেছে, আমি তোমাকে এমন কিছু শধ শিখিয়ে দেব, যার ফলে আল্লাহ তোমার কল্যাণ করবেন। এ কারণে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।''

তিনি বললেন, ''শব্দগুলো কী?''

আমি বললাম, ''সে আমাকে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতুল কুরসি পড়বে। সে আরও বলল, এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।''

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, ''শোনো, সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী, তবে তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবু হুরায়রা, তুমি কি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে?''

আমি বললাম, ''না তো।''

তিনি বললেন, ''সে ছিল শয়তান।''

(বুখারি, হাদিস— ২,৩১১)

কবিতা ও ছড়া

খেলে খাও

কুতুব আহমেদ

আলুভাতে খেও নাকো
মাথা হবে নষ্ট
ইতিহাসে এ কথাটি
লেখা আছে পষ্ট।

চিনি ছাড়া চা খেলে কি
মজা কিছু পাওয়া যায়!
লিকারটা তেতো তেতো
বিচ্ছিরি মনে হয়।

শুনেছ কি, কী বলেছে
ও পাড়ার নন্দ?
কচি কচি আমড়াতে
টক টক গন্ধ!

বাসি ছানা খেতে ভালো
ছানাবড়াটাও তাই
খুশির ঢেকুর তুলে
বেমালুম থাকা যায়।

আমলকী চুষে খেলে
তৃপ্তি দারুণ পাবে
আম জাম যাই-ই খাবে
হিসাবটা কষে নেবে

সবশেষে চুপি চুপি
বলে রাখি শুনে যাও
কুমড়োর ঘ্যাঁট পেলে
চেটেপুটে খেয়ে নাও।

সুখে-দুঃখে কলম

রূপা বাগ

দুঃখগুলো ঝাপটা মারে
বড্ড ব্যথা লাগছে মনে
হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে
শত ব্যথা বিঁধছে প্রাণে।

ঠক, ঠক, ঠক আওয়াজ করে
হাতুড়ি দিয়ে ভাঙছে পাঁজর
খস, খস, খস আওয়াজ করে
খাতার মধ্যে কাটছে আঁচড়।

কলমটাকে শক্ত করে
ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরি
কালির পরশ ছুঁইয়ে দিয়ে
মনের ভাষা ফুটিয়ে তুলি।

খাতা-কলম নিকট বন্ধু
অন্তরের ব্যথা বোঝে
দুঃখগুলো মানিয়ে নিয়ে
সকল ব্যথা ফেলি মুছে।

আমকথা

আসগার আলি মণ্ডল

গ্রীষ্মকালে বাজার ভরা
ফলের রাজা আম
সুস্বাদু ফল, নেইকো জুড়ি
প্রকার ভেদে দাম।

কাঁচায় সবুজ পাকায় রঙিন
ভিন্ন তার আকার
ফজলি, ল্যাংড়া, আম্রপালি
আরও নানান প্রকার।

মরশুমি এই ফলে আছে
অনেক-অনেক গুণ
মুখরোচক আচারও হয়
মাখিয়ে তেল-নুন।

আমার দেশের জাতীয় ফল
বিদেশেও দেয় পাড়ি
সবাই খেতে ভালোবাসে
কেউ করেনা আড়ি।

প্রেম ও বর্ণমালা

মুহাম্মাদ আবদুল আলিম

পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের উপর খোদিত
সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী হরফের মতো তোমার দেহখানি,
যেখানে বেশ কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয়
ভাষাগোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে
নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য,
তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
আমার কাছে এক একটি আদিম বর্ণমালা,
স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যুৎপত্তি তোমার হৃদয়।

আর্টেমিস মিশনে চাঁদে নামবেন মহাকাশচারীরা নাসার লুনার ল্যান্ডার তৈরি করবে ব্লু অরিজিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্টেমিস মিশনে চাঁদে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নাসা। ইতিমধ্যে আর্টেমিস ওয়ান মিশনে চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছে নাসার চন্দ্রযান ওরিয়ন। এবার মহাকাশচারীদের নিয়ে চাঁদের কক্ষপথে যাবেন মহাকাশচারীরা। পরের মিশনেই তাঁরা নামবেন চন্দ্রপৃষ্ঠে।

সেজন্য নাসা লুনার ল্যান্ডার তৈরি করার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে। আর সেই দায়িত্ব তারা দিয়েছে জেফ বেজোসের ব্লু অরিজিনকে। ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো মিশনের পর প্রথমবার চাঁদের মাটিতে পা রাখতে চলেছে নাসা। তার আগে সাবধানী পদক্ষেপ নিয়ে এগোচ্ছেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

চাঁদে মহাকাশচারীদের অবতরণ করার জন্য ২০২১ সালে এলন মাস্কের স্পেসএক্সকে বেছে নিয়েছিল। নাসার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার আর্টেমিস প্রোগ্রামের অধীনে চাঁদে দ্বিতীয় যাত্রার জন্য বেছে নেওয়া হল জেফ বেজোসের মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিনকে। জেফ বেজোসের নেতৃত্বাধীন এই সংস্থা নাসার মহাকাশযান তৈরির জন্য একটি লোভনীয় চুক্তি জিতে নিয়েছে। তার ফলে চাঁদের পৃষ্ঠে নভোচারী পাঠাতে লুনার ল্যান্ডার

তৈরি করবে ব্লু অরিজিন। নাসার প্রধান শুক্রবার এই মর্মে তাঁদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

ব্লু অরিজিনের সঙ্গে ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি সেরে নাসার বিভাগীয় প্রধান জিম ফ্রি উচ্ছ্বসিত। আবার চাঁদে মহাকাশচারীদের অবতরণ করার জন্য নাসার -এর সঙ্গে এই যাত্রায় থাকতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানান আমাজন ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা বিলিয়নিয়ার জেফ বেজোস। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ব্লু অরিজিন লকহিড মার্টিন, বোয়িং, মহাকাশযান সফটওয়্যার ফার্ম ড্রেপার এবং রোবোটিক্স ফার্ম অ্যাস্ট্রোবোটিকের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে ৫২ ফুট বা ১৬ মিটার লম্বা ব্লু মুন ল্যান্ডার তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। তারা এটি প্রস্তুত করছেন আর্টেমিস তৃতীয় মিশনের জন্য।

স্পেসএক্সের স্টারশিপ ল্যান্ডারটি নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের অধীনে প্রথম দুটি মহাকাশচারী চাঁদে অবতরণ করাতে প্রস্তুত। প্রতিটি মিশনের জন্য চন্দ্র-পৃষ্ঠে একজোড়া নভোচারী পাঠাবে তারা। ২০২৯ সালের জন্য পরিকল্পিত ব্লু মুন অবতরণের পরিকল্পনাও রয়েছে। নাসার প্রশাসক বিল নেলসন বলেছেন, ''আমাদের অংশীদারিত্ব মানব মহাকাশযান শুরু হবে। আর্টেমিস মিশনের জন্য একটি দ্বিতীয় মুন ল্যান্ডার থাকা আবশ্যক। তা বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করবে বলে তিনি জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তা নাসার জন্য খরচ কমিয়ে দেবে বলে তিনি আশাবাদী।

ওয়াশিংটনে শুক্রবারের ঘোষণাটি ব্লু অরিজিনের জন্য একটি নতুন দুয়ার খুলে দিল। তারাও এবার থেকে নাসার আর্টেমিস মিশনের সঙ্গী হয়ে উঠবে। এর আগে ব্লু অরিজিন ২০২১ সালের চুক্তির জন্য স্পেসএক্সের কাছে হেরেছে। এবার কিন্তু মানব অভিযানের নতুন চুক্তিতে তারা উৎসাহিত।

চাঁদে পাড়ি দেবে ভারত

চন্দ্রযান ৩-এর উৎক্ষেপণে তৈরি ইসরো

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবারও চাঁদের পাড়ি দিয়ে চলেছে ভারত। চন্দ্রযান ৩-এর উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এমনকী উৎক্ষেপণের তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এবার সবদিক আঁটোসাঁটো করে ইসরো কোমর বেঁধেছে চন্দ্র মিশনকে সাফল্যের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। ভারতের চন্দ্রযান থ্রি মিশনে সবচেয়ে ভারী ভেহিকেল লঞ্চ করতে চলেছে। একে ভেহিকেল মার্ক-থ্রি বা জিএসএলভি এমকে থ্রি-ও বলা হচ্ছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ভারতের চন্দ্র মিশনে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণের প্রস্তুতির চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে এই চন্দ্রযান থ্রি মহাকাশযানটি ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টারে পেলোডের চূড়ান্ত সমাবেশ করা হয়েছে। চন্দ্রযান-৩ মিশনটি চন্দ্রের রেগোলিথের তাপ, ভৌত বৈশিষ্ট্য, চন্দ্র ভূকম্পন, চন্দ্র পৃষ্ঠের প্লাজমা পরিবেশ এবং চাঁদে অবতরণ স্থানের আশেপাশে মৌলিক গঠন নিয়ে গবেষণায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যাবে।

ইসরো জানিয়েছে, আগামী জুলাই মাসে চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হবে। আমরা জুলাইয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে তা উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছি। তবে চূড়ান্ত তারিখ সম্বন্ধে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে ইসরো কর্তৃপক্ষ। তারা আরো জানিয়েছে, এই বছরের মার্চ মাসে চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযান সফলভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করেছে। এর ফলে এই মহাকাশযানটির উৎক্ষেপণে কোনো বাধা নেই। এখন শুধু উৎক্ষপণের অপেক্ষা। চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের চাঁদে পাড়ি ইসরোর চন্দ্র মিশনের অংশ। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ভারতের সবচেয়ে ভারী মহাকাশযান চাঁদে পাড়ি দেবে। এই মহাকাশযান তিনটি সিস্টেমের সমন্বয়। তা হল— প্রপালশন, ল্যান্ডার এবং রোভার।

ইতিমধ্যে চাঁদ নিয়ে নাসা তাদের আর্টমিস মিশন শুরু করেছে। আর্টেমস ওয়ান মিশন সেরে চন্দ্রযান ওরিয়ন ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। এবার চাঁদে আর্টেমিস টু মিশন শুরু করবে নাসা। এই মিশনে তারা চাঁদের কক্ষপথে পাঠাবে চার মহাকাশচারীকে। এ যাত্রায় তাঁরা চাঁদে নামবেন না। এরপর আর্টেমিস থ্রি মিশনে তাঁরা চাঁদে নামবেন। তা হবে ১৯৭২ সালের পর পর প্রথম চাঁদে মানব অভিযান। অ্যাপোলো মিশনের পথ ধরে আর্টেমিস মিশনে ফের চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন পৃথিবীর নভশ্চররা। সেদিনের অপেক্ষায় এখন প্রহর গুণছেন নাসা নভশ্চর ও মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

চাঁদ নিয়ে অবস্য উৎসাহের শেষ নেই নাসা ব্যাতিত অন্যান্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থারও। মার্কিন সংস্থা নাসার পাশাপাশি চাঁদে পাড়ি দেবে চিনও। এসাও তাদের মতো করে চেষ্টা করছে। জাপানি সংস্থা থেকে শুরু করে বেসরকারি বহু সংস্থাও চাঁদে পাড়ি দিতে মুখিয়ে রয়েছে।

নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়েই অদৃশ্য

ক্যামেরায় বিরল চিত্র

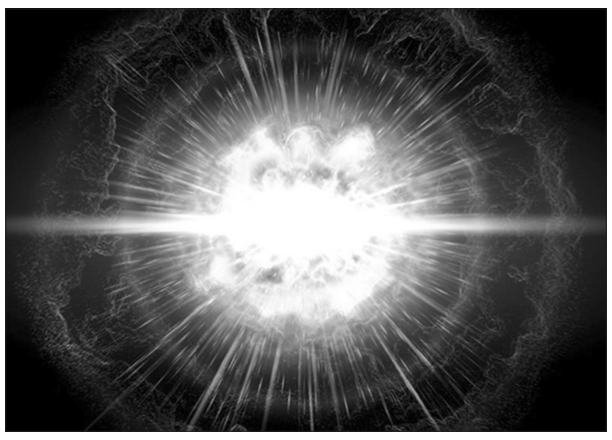

নিজস্ব প্রতিনিধি: নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটার পরই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু কীভাবে ঘটে এই বিরল ঘটনা। অসীম মহাকাশে বিশাল জায়গা নিয়ে থাকা নক্ষত্র কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই বিরল ঘটনা কীভাবে দেখা যাবে, সেজন্য জ্যোতির্ফটোগ্রাফার তুলে ফেললেন সেই বিরল চিত্র।

নক্ষত্র বিস্ফোরিত এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ফটোগ্রাফার বিরল ঘটনা ছবি ও ভিডিও তুলতে সমর্থ হন। বিস্ফোরিত নক্ষত্রটিকে গ্যালাক্সির উপরের অংশে দেখা যায়। কারণ এটি তখন জ্বলতে থাকে। এই ধরনের ঘটনাকে সুপারনোভা বলা হয়। জ্বলন্ত নক্ষত্র তখন সুপারনোভায় রূপান্তরিত হয়। কোনো নক্ষত্র যখন তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়, জ্বালানি শূন্যে পরিণত হয়, তখনই ঘটে এই ধরনের ঘটনা। হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে দৃশ্যমান হওয়ার মতো বড়ো বিস্ফোরণ ঘটে। জ্যোতির্ফটোগ্রাফার অ্যান্ড্রু ম্যাকার্থি যখন তাঁর টেলিস্কোপটি আকাশে পিনহুইল গ্যালাক্সির দিকে ঘুরিয়েছিলেন তখনই ঘটেছিল সেই ঘটনা।

সঙ্গে সঙ্গে বিরল ঘটনাটি জ্যোতির্ফটোগ্রাফার তাঁর টেলিস্কোপে নক্ষত্র বিস্ফোরিত ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ঘটনার ছবি ক্যাপচার করে। একে বলা হয় সুপারনোভা। অর্থাৎ সুপারনোভা হল সবথেকে বড়ো বিস্ফোরণ, যা পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এটি ঘটে তখনই, যখন আমাদের সূর্যের ভরের অন্তত পাঁচগুণ একটি তারকা বা নক্ষত্র জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে বিস্ফোরিত হয়। এই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে যখন একটি নক্ষত্র, তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং তার কেন্দ্রে পারমাণবিক ফিউশনের জন্য জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। নক্ষত্রটি তখন বিশাল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সমগ্র ছায়াপথকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই কারণেই বিস্ফোরণের সঙ্গে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যায় এই সুপারনোভার ঘটনা।

সূর্য তার সমগ্র জীবনকালে যত শক্তি নির্গত করবে, তার চেয়ে বেশি শক্তি ছাড়তে পারে। এই শক্তি আলো, তাপ এবং বিকিরণের আকারে নির্গত হয়। এবং তা সেই সৌরজগতের আশেপাশের পরিবেশের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। জ্যোতির্ফটোগ্রাফার ম্যাকার্থি দ্বারা ক্যামেরাবন্দি করা সুপারনোভাটি পিনহুইল গ্যালাক্সির চারপাশে দেখা গিয়েছিল।

এই পিনহুইল গ্যালাক্সিটি উর্সা মেজর বা বিগ ডিপার নামেও পরিচিত। নক্ষত্রমণ্ডলে তা এম-১০ নামেও পরিচিত। এটি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ বড়ো। তার ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ। আর পৃথিবী থেকে ২১ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

ভারতের নেভিগেশন-উন্নয়নে উপগ্রহের পাড়ি মহাকাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরো চন্দ্রযান-৩ মিশনে নামতে চলেছে শীঘ্রই। তার আগে ভারতের নেভিগেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে ইসরো। ন্যাভআইসি উপগ্রহকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে স্থাপন করতে ইসরো এবার নয়া মিশন শুরু করতে চলেছে আগামী ২৯ মে।

এটিই হতে চলেছে ইসরো পরবর্তী বড়ো মিশন। নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন সংক্ষেপে ন্যাভআইসি নাম দেওয়া হয়েছে এই মিশনের। আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমকে বলা হয় ন্যাভআইসি। এই সিস্টেমটি স্থলজ, বায়বীয় এবং সামুদ্রিক পরিবহণে ব্যবহৃত হবে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ২৯ মে নেভিগেশনাল স্যাটেলাইট-এর পরবর্তী সংস্করণ উৎক্ষেপণ করবে। ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন স্যাটেলাইটের সঙ্গে নেভিগেশন জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল ওইদিন সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে মহাকাশে পাড়ি দেবে। সম্প্রতি ভারত তার স্বদেশী ন্যাভিগেশন সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেছে। সেই পরিকল্পনারই অংশ হল এই ন্যাভআইসি নামক আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম।

ন্যাভআইসি মিশনে ইসরো

সাতটি উপগ্রহের একটি মণ্ডলে তা স্থাপিত হবে। তা কক্ষপথে পৃথিবীর উপরে প্রদক্ষিণ করার সময় গ্রাউন্ড স্টেশনগুলির নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করবে।

পৃথিবীর কক্ষপথে ইসরোর স্যাটেলাইটের মধ্যে রয়েছে আইআরএনএস-১এ, আইআরএনএস-১বি, আইআরএনএস-১সি, আইআরএনএস-১ডি, আইআরএনএস-১ই, আইআরএনএস-১এফ ও আইআরএনএস-১জি স্যাটেলাইট। এবার সেখানে স্থাপিত হতে চলেছে ন্যাভআইসি স্যাটেলাইট। ইসরো জানিয়েছে, ন্যাভআইসি দুটি পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। একটি হল, বেসামরিক ব্যবহারকারীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড পজিশন সার্ভিস। আর অপরটি হল সামরিক-সহ কৌশলগত ব্যবহারকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ পরিষেবা। সেইসঙ্গে সিস্টেমটি স্থলজগত, বায়বীয় এবং সামুদ্রিক পরিবহণেও সক্ষম। এছাড়া স্থলজগত, বায়বীয় এবং সামুদ্রিক অবস্থান-ভিত্তিক পরিষেবা, ব্যক্তিগত গতিশীলতা, সম্পদ পর্যবেক্ষণ, জরিপ এবং জিওডিসি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সময় প্রচার এবং সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং জীবনের নিরাপত্তা সতর্কতা প্রচারে ব্যবহৃত হয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, ন্যাভআইসি সিস্টেম একটি সুরক্ষিত ফ্রিকোয়েন্সি।

এই ডেডিকেটেড ফ্রিকোয়েন্সি সিস্টেমের দৃঢ়তা বাড়ায় এবং অন্যান্য সংকেত থেকে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে। ন্যাভ সিস্টেমের গগন অংশ, যা জিপিএস সহায়তাপ্রাপ্ত জিও অগমেন্টেড নেভিগেশনের জন্য অতিরিক্ত গ্রাউন্ড-ভিত্তিক রেফারেন্স স্টেশনগুলি থেকে ডেটা একত্রিত করে সিস্টেমের নির্ভুলতা বাড়ায়। এই পরিবর্ধন ব্যবস্থা নেভিগেশন সিগন্যালগুলির সামগ্রিক নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করে।

মোহনবাগান জার্সি পরায় মাঠে ঢুকতে না দেওয়া জাতীয় ক্লাবকে অপমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগান জার্সি পরে ইডেনে ঢুকতে দেওয়া বলে অভিযোগ তুলেছে একাংশ। তা নিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) আক্রমণ শানাল মোহনবাগান। ক্লাবের তরফে বলা হয়েছে, 'জাতীয় ক্লাবকে অপমান করা ও আমাদের সমর্থকদের ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য কেকেআর ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে তীব্র নিন্দা করছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।'

ইডেনে মোহনবাগান সমর্থকদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। মোহনবাগান সমর্থকদের একাংশের দাবি, জার্সি এবং স্কার্ফে মোহনবাগানের লোগো থাকায় ইডেনে তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। শেষপর্যন্ত জার্সি উলটো পরতে তাঁরা মাঠে ঢোকার অনুমতি পান। লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ধন্যবাদ জানাতে যে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড এনেছিলেন, তাও মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন ওই মোহনবাগানের সমর্থকরা। গোয়েঙ্কার হাতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসেরও মালিকানা আছে। বিষয়টি নিয়ে কেকেআর, আইপিএল বা কলকাতা পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা না হলেও কড়া ভাষায় কেকেআরের সমালোচনা করেছে মোহনবাগান। গঙ্গাপারের ক্লাবের তরফে একটি বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, মোহনবাগান জার্সি পরে সমর্থকদের মাঠে ঢুকতে না দিয়ে শতাধীপ্রাচীন ক্লাবকে অপমান করেছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ। অথচ ফুটবল বিশ্বকাপেও বিনা বাধায় মোহনবাগান জার্সি পরে ঢোকা যায়। শনিবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে নামে লখনউ। শতাধীপ্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানকে সম্মান জানাতে সবুজ-মেরুন জার্সি পরেন ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, নিকোলাস পুরানরা। অনেকের ধারণা ছিল যে সবুজ-মেরুন আবেগের কারণে ঘরের মাঠেই 'অ্যাওয়ে' ম্যাচ খেলতে হবে কেকেআরকে। মোহনবাগানের অনেক সমর্থক লখনউকে সমর্থন করবেন। যদিও শেষপর্যন্ত সেটা হয়নি। ইডেনের গ্যালারিতে কেকেআর সমর্থকদেরই রাজত্ব বজায় থাকে। ইডেনের গ্যালারিতে বেগুনি ও সোনালি ঝড় ওঠে।

তারই মধ্যে মোহনবাগান সমর্থকদের একাংশ দাবি করেন, গঙ্গাপারের ক্লাবের জার্সি পরে আসায় তাঁদের ইডেনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেকেআর কর্তৃপক্ষ বাধা দেয় বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। যাঁরা 'মেরিনার্স এরিনা' ব্যানারে ম্যাচের আগে গঙ্গাপারের ক্লাবের তাঁবু থেকে ইডেন পর্যন্ত মিছিল করে আসেন। ওই সমর্থকদের দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে এলেও তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে কেকেআর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হয়ে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

মোহনবাগানের জার্সি পরে এক ব্যক্তি বলেন, 'মিস্টার গোয়েঙ্কাকে ধন্যবাদ জানাতে মোহনবাগান তাঁবু থেকে একটি মিছিল করে ইডেনে আসি। ১৩ নম্বর গেটে আমাদের ৫৫ জন ছেলে ছিল। আমরা মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন জার্সি পরেছিলাম আমরা। ওরা (কেকেআর কর্তৃপক্ষ) বলছে যে মোহনবাগানের লোগো দেখানো যাবে না। পুলিশ বলল যে মোহনবাগানের জার্সি পরে ঢোকা যাবে না। স্কার্ফ নিয়েও ঢোকা যাবে না। কারণ তাতে মোহনবাগানের লোগো আছে। শেষপর্যন্ত জার্সি উলটো করে পরে ঢুকতে বাধ্য হই আমরা।'

বিষয়টি নিয়ে আপাতত কেকেআর কর্তৃপক্ষ বা আইপিএলের কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে কড়া বিবৃতি জারি করেছে মোহনবাগান। সাধারণ সচিব দেবাশিস দত্ত নামে জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মোহনবাগান জার্সি পরে থাকায় মোহনবাগান সমর্থকদের (যাঁরা কেকেআর এবং লখনউয়ের সমর্থক) মাঠে ঢুকতে না দিয়ে স্বাধীনতা খর্ব করেছে কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। (ভারতের) জাতীয় দল তথা মোহনবাগানের জার্সি পরে ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখছি। আমায় তো কখনও আটকানো হয়নি।'

ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তি কোন জার্সি পরবেন এবং কোন দলকে সমর্থন করবেন, সেটা একান্ত তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার। কারও ব্যক্তিগত অধিকারে অন্য কারও হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তাই ভারতের জাতীয় ক্লাবকে অপমান করা এবং আমাদের সমর্থকদের ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য কেকেআর ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে তীব্র নিন্দা করছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।'

ইতিহাস বিরাটের! করলেন সর্বাধিক সেঞ্চুরি

মরণবাঁচন ম্যাচে গড়লেন আরও ২ নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: টাইটানসের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে শতরান করে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নজির করলেন বিরাট কোহলি। সেইসঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পরপর দুটি ইনিংসে শতরানের নজির গড়লেন।

ইতিহাস গড়লেন বিরাট কোহলি। রবিবার গুজরাট টাইটানসের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে শতরান করে আইপিএলের সর্বকালীন ইতিহাসে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নজির করলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের তারকা (আরসিবি)। সেইসঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পরপর দুটি ইনিংসে শতরানের নজির গড়লেন। বিরাটের আগে যে নজির গড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান (২০২০ সাল) এবং জস বাটলার (২০২২ সাল)।

অথচ রবিবার চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে শুরুর দিকে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না বিরাট। একেবারেই ব্যাটে-বলের মসৃণ সংযোগ হচ্ছিল না। পাচ্ছিলেন না টাইমিং। তারপর পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে ব্যাকফুটে দাঁড়িয়ে রশিদ খানকে একটি বাউন্ডারি মারার পরই যেন ম্যাজিক হয়। বাকি ব্যাটাররা যখন আউট হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উইকেটের একটি প্রান্ত ধরেছিলেন বিরাট। সেইসঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। শেষপর্যন্ত ৬০ বলে শতরান পূরণ করেন বিরাট। যা আইপিএলের ইতিহাসে বিরাটের সপ্তম শতরান।

তবে শতরান পূরণ করার বেশি সুযোগ পাননি বিরাট। মাত্র একটি বলই খেলেন। শেষপর্যন্ত মরণবাঁচন ম্যাচে ৬১ বলে ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন (এই ম্যাচে হারলেই আরসিবি প্লে-অফে উঠতে পারবে না)। যে ইনিংস ১৩ টি চার এবং একটি ছক্কায় সাজানো থাকলেও সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে একটি দু'রান। ৯৭ রানে যখন খেলছিলেন বিরাট, তখন দু'রান নিতে যান। অবিশ্বাস্য স্প্রিন্টে নির্দিষ্ট সময় ক্রিজের ভিতরে ঢুকে যান বিরাট। যা আরও একবার প্রমাণ করল যে ফর্মের ওঠানামা থাকতে পারে। কিন্তু বিরাটের দায়িত্ববোধ নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না।

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বাধিক শতরান

- বিরাট কোহলি সাত।
- ক্রিস গেইল ছয় (এখন আইপিএল খেলেন না)।
- জস বাটলার পাঁচ।
- কেএল রাহুল চার।
- ডেভিড ওয়ার্নার চার।
- শেন ওয়াটসন চার (এখন খেলেন না)।

আইপিএলে একটি মাঠে সর্বাধিক শতরান

- বিরাট কোহলি বেঙ্গালুরু (চিন্নস্বামী স্টেডিয়াম), চারটি শতরান করেছেন।
- ক্রিস গেইল বেঙ্গালুরু (চিন্নস্বামী স্টেডিয়াম), তিনটি শতরান করেছেন।
- ডেভিড ওয়ার্নার হায়দরাবাদ (রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম), তিনটি শতরান করেছেন।
- কেএল রাহুল মুম্বই (ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম), দুটি শতরান করেছেন।
- মুরলি বিজয় চেন্নাই (চিপক স্টেডিয়াম), দুটি শতরান করেছেন।

মোহনবাগান ক্লাবে আসবেন বিশ্বকাপজয়ী মার্টিনেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জুলাই মাসে কলকাতায় আসছেন আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ জয়ী দলের গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কলকাতায় আসার আগে বাগান সমর্থকদের বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি। শতাধী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানে আসতে চলেছে আর্জেন্তিনার তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সাফল্য অর্জন। ৩৬ বছর অপেক্ষার পর কাতারে বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্তিনা। এবার কলকাতায় পা রাখছেন বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক। এর আগে কলকাতায় পা রেখে ছিলেন পেলে, মারাদোনা, লিওনেল মেসির মতো ফুটবল তারকারা। আগামী ৪ জুলাই মোহনবাগান ক্লাবে তিনি পা রাখবেন। তিনি অনুরাগীদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে কলকাতায় আসার খবর জানিয়েছেন। তাকে স্বাগত জানাতে এই রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরাও তৈরি হয়ে রয়েছেন।

এমিলিয়ানো ভারতে আসার আগে মোহনবাগান ক্লাবের সম্পর্কে অনেক কিছুই খবর শুনেছেন। তিনি আসার আগেই আইএসএল

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লিওনেল মেসির প্রিয় ডিবু। শুভেচ্ছা ছাড়াও ক্লাবের জন্য সই করা ফুটবলও পাঠিয়েছেন তিনি। এখানে এসে তিনি কলকাতায় চ্যারিটি ফান্ড করা, সমর্থকদের সঙ্গে মেশা সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও এমিলিয়ানো প্রদর্শনী ম্যাচও খেলবেন বলে সূত্র মারফত খবর। এই ম্যাচটি আপাতত মোহনবাগান মাঠে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কলকাতায় আসার পরে তিনি যদি সুযোগ পান তাহলে তিনি দেখা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পাশাপাশি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন মার্টিনেজ। যদিও তিনি একটি ভিডিওর মাধ্যমে সৌরভের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাবকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে মার্টিনেজ বলেন, 'আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ মোহনবাগান ক্লাবকে। আমি এই ক্লাবে যাওয়ার জন্য অনেক গর্ববোধ করছি। আইএসএল জেতার জন্য মোহনবাগানকে অনেক শুভেচ্ছা। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।' এমির এই ভিডিও বার্তার পর মোহনবাগানের পক্ষ থেকে থেকে লেখা হয়েছে, 'তোমাকে ধন্যবাদ মার্টিনেজ। তোমাকে আমাদের ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরাও গর্বিত।'

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিশ্বের বিশ্বকাপ জয়ী এক তারকাকে হাতের সামনে পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মোহনবাগান সমর্থকরা। শুধু মোহনবাগান নয় কলকাতার মানুষরাও এর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা গোলকিপারের আসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে মোহনবাগানের। তবে তারা এখনও সেই বিষয়ে খোলসা করে কিছু বলেনি। বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলারকে বরণ করে নিতে কোনোরকম ত্রুটি রাখতে চাইছেন না সবুজ-মেরুন কর্তারা।

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 8 Issue:27, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111